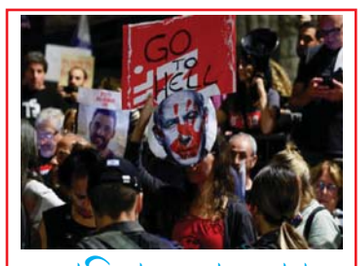

নেতানিয়াহুর পদত্যাগ ও গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

বিড়ি শ্রমিকদের দাবির মিছিলে শামিল অধীর

রূপসী বাংলা

বাংলায় খাদ্য অসুরক্ষা ও খাদ্য দুর্নীতি

সম্পাদকীয়

রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ সীমান্তের চাষিদের

সাধারণ

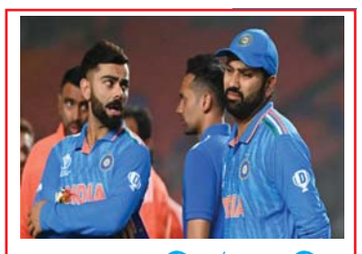

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে এক বছর পর রোহিত-কোহলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৮ জানুয়ারি, ২০২৪
২২ পৌষ ১৪৩০
২৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 08 ■ Daily APONZONE ■ 8 January 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

শাহজাহান আইনজীবীর মাধ্যমে কোর্টে হাজির হবেন: সন্দেশখালির বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সরবেড়িয়া

আপনজন: ইডির দফতরে শেখ শাহজাহানের আইনজীবী রবিবার গিয়েছিলেন সকাল দশটা নাগাদ। সোমবার আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে আইনের দ্বারস্থ হবেন শেখ শাহজাহান বলে রবিবার জানান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। তিনি আরও বলেন, কিছু আইনি জটিলতা আছে বলে তিনি সামনে আসছেন না। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মানুষ নন শেখ শাহজাহান, এমনটাই দাবি সন্দেশখালির বিধায়কের। তার পাল্টা অভিযোগ, শুক্রবার সাত সকালে বিনা নোটিশে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে এসে তালা ভাঙতে গিয়েছিল ইডি ।ভেবেছিল গুন্ডারা এসেছে। তাই মানুষ জড়ো হয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেছে। ইডি নোটিশ দিলে তদন্ত সাহায্য করবে শেখ শাহজাহান বলে জানান সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। এদিকে রবিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে শুক্রবারের ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা ছিল তা নিয়ে বিস্তারিত জানান বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গের প্রধান। রবিবার সকালে রাজ ভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করে তার হস্তক্ষেপ দাবি করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। অবশ্য, রাজ্যপাল শাহজাহানকে নজিরবিহীনভাবে 'জঙ্গি' তকমা দিয়েছেন। যদিও তার কারণ ব্যাখ্যা করেননি। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে সোমবার আদালত খুললে রিপোর্ট পেশ করতে চলেছে ইডি এমনটাই সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি করতে গিয়ে আক্রমণের ঘটনায় ইডি এবং পুলিশ পরস্পর অভিযোগ দায়ের করেছে। ফলে একটি ব্যাপার নিশ্চিত যে সন্দেশখালির ঘটনা হাইকোর্টের দোরগোড়ায় যাচ্ছে।

বার্ধক্য ভাতা প্রদান অনুষ্ঠানে বললেন অভিষেক

তৃণমূলে পুরনো নতুনে কোনও পার্থক্য নেই

নকিব উদ্দিন গাজি ● পৈলান

আপনজন: গত বছর নভেম্বরের ১০ তারিখে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফলতা বিধানসভার এলাকায় একটি বিজয়া সম্মেলনে অনুষ্ঠানে গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিল আগামী নতুন বছরে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ৭৫ হাজার প্রবীণ নাগরিকদের তিনি বার্ধক্য ভাতা দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষ করতে শুরু করলেন রবিবার।

রবিবার বিকেল তিনটের সময় পৈলানের যুব সংঘের মাঠে উপস্থিত হন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহনের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই অনুষ্ঠান ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ও পঞ্চায়েতে স্কিনের মাধ্যমে স্থানীয় বিধায়ক ও স্থানীয় কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সরাসরি এই অনুষ্ঠানের সম্প্রসারণ দেখানো হয়। সেই সভায় তিনি সাম্প্রতিক দলীয় দ্বন্দ্ব নিয়ে মুখ খোলেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পৈলানের সভায় জোর দিয়ে বলেন, সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল ঐক্যবদ্ধ এবং দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের খবরের মধ্যে পুরানো এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক দলের মধ্যে নিষ্ক্রিয় হওয়ার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এই ধরনের প্রতিবেদনগুলিকে "ভুল এবং ভিত্তিহীন" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরে দলের পুরনো ও নতুন সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের খবর পাওয়া গেছে। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের সুপ্রিমো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ স্পষ্ট করে বলেন, তৃণমূলে পুরানো এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। তিনি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য দলের সম্মিলিত অঙ্গীকারের উপর জোর দেন। দলের কার্যকলাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করে অভিষেক বলেন, আমি দলে নিষ্ক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে গণমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন। হ্যাঁ, লোকসভা নির্বাচন আসন্ন, আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রচার করার দায়িত্ব আমার রয়েছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আমি কোনও দায়িত্ব পেলে দলের জন্য অবদান রাখব না। তিনি বলেন, 'আমার দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আমাকে কোনও দায়িত্ব দেন, আমি সে লক্ষ্যে কাজ করব।

তবে, এদিনের সভাটি ছিল মূলত অভিষেকের উদ্যোগে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা। অভিষেক বার্ধক্য ভাতা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই দু দফায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকায় শুরু হয় নতুন করে আবেদন গ্রহণ করার কাজ। প্রথম পর্যায়ে নতুন রেজিস্ট্রেশন করার কাজ শুরু হয় ৬ই ডিসেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফার আবেদন নেওয়ার কাজ শুরু হয় ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ৭৫ হাজারেরও বেশি আবেদনপত্র জমা পড়ে। এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নামের তালিকা সিদ্ধান্ত করা হয়। রবিবার ৭ জানুয়ারি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পৈলানের যুব সংঘের মাঠ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় ৭৬১২০ জন প্রবীণ নাগরিকদের হাতে বার্ধক্য ভাতার যৎসামান্য অর্থ তুলে দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই অনুষ্ঠানের নামকরণ দেয়া হয়"প্রবীণ নাগরিকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন"। এই সভা থেকে ১০০ জন প্রবীণ নাগরিকদের হাতে বার্ধক্য ভাতার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকে কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করে নতুন বছরের শুরুতেই নিজের লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রচার শুরু করে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আজকের সভা অন্যান্য রাজনৈতিক সভা থেকে অনেকটাই আলাদা। আমি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনের আগে এই মাঠ থেকেই আমি সভা শুরু করি। তাই এই মাঠ আমাদের কাছে অত্যন্ত শুভ। আমি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের মতন ভাষণ দিই না কাজ করে দেখাই এবং কাজের হিসাব দিয়ে দেখাই। ১০ তারিখের মধ্যেই ১৬৩৮০ স্বেচ্ছাসেবক ৭৬ হাজার ১২০ জন এর ব্যাংকের একাউন্টে এক হাজার টাকা করে ব্যাংক ট্রান্সফার করবে।

বামেদের ভুলের জন্যই মানুষ ছুড়ে ফেলেছে, স্বীকার সেলিমের

ছবি: মদন মোহন সামন্ত

আপনজন ডেস্ক: সিপিআই (এম) রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম রবিবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেছেন, তারা জীবন জীবিকার বিষয়গুলিকে 'অবহেলা' করছে এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং দুর্নীতির মাধ্যমে জনগণকে 'বিভ্রান্ত' করছে।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সিপিআই (এম) এর ডিওয়াইএফআই) আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে সেলিম জোর দিয়ে বলেন, রাজ্যের বামেরা বিরোধী দল টিএমসি এবং জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, 'যারা একসময় পাকিস্তানের নামে জাতীয়তাবাদী মনোভাব উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং পুলওয়ামা হামলা (২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে) তারা এখন ধর্ম, বর্ণ ও বর্ণের ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের জীবিকার বিনিময়ে বড় কর্পোরেশনগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

সিপিআই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য সেলিম তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাত থেকে তাদের নেতাদের রক্ষা করার জন্য বিজেপির সঙ্গে তাদের নীরব সমঝোতা রয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কখনই বিজেপিকে মোকাবেলা করতে পারবে না। সিবিআই এবং ইডি তদন্ত থেকে তাদের নেতাদের রক্ষা করার জন্য বিজেপির সাথে গোপন সমঝোতা রয়েছে। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য রাজ্যে সাম্প্রদায়িক অনুভূতি উস্কে দিতে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে জোট বাঁধছে তৃণমূল। আর এমজিএনআরইজিএ বকেয়া আটকে রাখা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ছদ্মদ্বন্দ্ব চলছে। সেলিম বলেন, বামেরাই পারে ভুল স্বীকার করতে। মমতা ভুল স্বীকার করেন না। বিধানসভায় এখন বামেরা শূন্য। ৩৪ বছরে ক্ষমতায় ছিল। মনে করা হয় বামেদের ভুলের জন্যই মানুষ তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। তবে, এদিন ভিড় ঠাসা ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআই'র রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি ছিলেন অন্যতম আকর্ষণ। মঞ্চে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বার্তা পড়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথের গানকে উদ্ধৃত করে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লিখে পাঠিয়েছেন, 'যেখানে ডাক পড়ে, জীবন মরণ ঝরে, আমরা প্রস্তুত।' ওই বার্তায় বলা হয়, 'এটাই ডিওয়াইএফআই। সুতরাং ব্রিগেডের সমাবেশ সাফল্যমণ্ডিত হবে।' মীনাক্ষী বলেন, ৫০ দিনের ইনসাফ যাত্রা ২৯১০ কিলোমিটার হেঁটেছে বামপন্থীরা। বিভিন্ন দাবিতে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বামপন্থীরা বার বার পথে নেমেছে। ইনসাফের লড়াইয়ের এজেন্ডা হবে না জাত, ধর্ম। লড়াইয়ের শর্ত হবে কাজ, রুটি, রুজি। চাকরি নিয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গে মীনাক্ষী বলেন, সরকারের অপদার্থতার জন্য টিভির সামনে চুল নামিয়ে দিচ্ছে একজন চাকরি প্রার্থী। এর দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপিকেও কড়া আক্রমণ করে তিনি বলেন, দেশ বেচার কাজ যখন হয় তখন আমাদের কাজ দেশ বাঁচানোর। বিজেপি সব বেচে দিচ্ছে। এরা রেল, জঙ্গল, নদী নালা সব বিক্রি করছে। সেই সঙ্গে মানুষের কাছে আহ্বান জানান, মাথা উঁচু করে লড়াই করার জন্য আসুন একসাথে লড়াই করি। এদিন মঞ্চে না বসে দর্শকাসনের প্রথম সারিতে সেলিম থেকে শুরু করে সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসুর মতো প্রবীণ বাম নেতাদের দর্শকাসনে বসতে দেখা যায়।

কেন্দ্র উত্তর-পূর্বে জঙ্গিদের সঙ্গে বৈঠক করছে, কিন্তু কাশ্মীরিদের জঙ্গি হিসেবে দেখছে: মুফতি

আপনজন ডেস্ক: পিডিপি সভাপতি মেহবুবা মুফতি রবিবার বলেছেন, কেন্দ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনা করছে, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকদের জঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করছে।

অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারায় এক অনুষ্ঠানে মুফতি বলেন,আমরা আত্মসমর্পণ করব না, আমরা সাদা পতাকা উত্তোলন করব না। আপনি যদি সম্মানের সাথে আমাদের সাথে কথা বলেন তবে আমরা সম্মানের সাথে প্রতিক্রিয়া জানাব। তবে আপনি যদি বাফলিয়াজের মতো লাঠি দিয়ে কথা বলেন, তবে তা কাজ করবে না। পিডিপি সভাপতি তাঁর বাবা ও পিডিপি প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মহম্মদ সাঈদের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর সমাধিসৌধে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখছিলেন। সেখানে মেহবুবা মুফতি বলেন, কেন্দ্র যখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনা করছে, তখন তারা জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ নাগরিকদের জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সেখানে (উত্তর-পূর্বাঞ্চলে) আপনি জঙ্গিদের সঙ্গে কথা বলছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে আপনি সাধারণ মানুষকে জঙ্গি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আপনারা (নির্বিচারে) গ্রেফতার করে কারাগারভর্তি করেছেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, এনআইএ, এসআইএ-র অভিযান কেউ কি নিজের লোকদের সঙ্গে এমন আচরণ করে?

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলায় তার প্রয়াত বাবার নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেন্দ্রের শিক্ষা নেওয়া উচিত। মুফতি সাহেবের কাছ থেকে কিছু শিখুন।তিনি মানুষের হৃদয়কে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরও পথ দেখিয়েছিলেন যাতে তারা এই দেশের মধ্যে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে। মুফতি কখনও ভুল কথা বলেননি। তিনি সবসময় শুধু একটি পতাকা ধরে রাখতেন। কিন্তু তিনি শুধু বলে গেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ মর্যাদার সঙ্গে শান্তি চায়। প্রায় চার বছর পর পিডিপি-র সহ-প্রতিষ্ঠাতা মুজাফফর হুসেন বেগ এবং তাঁর স্ত্রী বারামুল্লা জেলা উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারপার্সন সাফিনা বেগের পিডিপি-তে ফিরে আসাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বেগ বলেন, মুফতি মহম্মদ সাঈদই প্রথম ব্যক্তি যিনি জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গিবাদের উত্থানের পরে নিরাময় স্পর্শ নীতির কথা বলেছিলেন।

তিনি বলেন, মুফতির রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ভারতের প্রথম মুসলিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আজ পর্যন্ত অন্য কোনও মুসলিমকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়নি। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি জঙ্গিবাদের অগ্ন্যুৎপাতের পরে নিরাময় স্পর্শের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, জঙ্গিরা আমাদের নিজেদের সন্তান, অন্য দেশ তাদের বিভ্রান্ত করছে। সাফিনা বেগ বলেন, পিডিপি পাহাড়ি-গুজ্জর পার্থক্য বা হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছে।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ◆ ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

প্রথম নজর

আউসগ্রামে পুলিশের বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতি

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পুলিশ কর্মীর বাড়িতে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনার ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। জানা গেছে আউসগ্রামের ছোড়া কলোনীর কারগিল পাড়ায় সুশান্ত বিশ্বাস নামে এক পুলিশকর্মীর বাড়িতে রবিবার ভোররাতে হানা দেয় ১৪ - ১৫ জনের সশস্ত্র একটি ডাকাতদল। বারান্দার তালা ভেঙে ঢোকার পর প্রথমে দরজা ঠকঠক করে ডাকাতদল। সুশান্ত বাবু দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে লুট পাঠ চালাতে থাকে মুখ ঢাকা দুস্কৃতীরা।
বাধা দিতে গেলে সুশান্ত বিশ্বাসকে ব্যপক মারধর করা হয়। লুঠ করা হয়েছে সোনা রূপোর বেশ কয়েক ভরি গহনা সহ নগদ প্রায় ৭০ হাজার টাকা।
এরপর সুশান্ত বিশ্বাসের চিৎকারের আওয়াজ শুনে প্রতিবেশী নরোত্তম বিশ্বাস ও বিচিত্রা বারুই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসেন। তারমধ্যে নরোত্তম দুস্কৃতীদের সামনে পড়ে যেতেই তাকে এলোপাথাড়ি ভোজালির কোপ মারা হয়। জখম নরোত্তম বিশ্বাস বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। দুস্কৃতীরা লুটপাট চালানোর পর মাঠের সেচখালের বাঁধের রাস্তা ধরে চম্পট দেয়। জনবসতি এলাকায় ফের ডাকাতিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনার তদন্তে ওই বাড়িতে আসেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।

স্কুলের শতবর্ষ

আপনজন: রবিবার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাগনান থানার বাইনান বামনদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠিত হল।ফিতে কেটে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল। ছবি: সুরজীৎ আদক

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানা দাবির মিছিলে শামিল অধীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জঙ্গিপুর

আপনজন: সরকারের নির্ধারিত হাজার প্রতি ২৬৮ টাকা বিড়ি শ্রমিকদের মুজুরির দাবিসহ নানাবিধ দাবিতে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল সুতিতে। শুক্রবার বিকেল নাগাদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আলিয়া মোড় থেকে শুরু হয়ে পদযাত্রাটি শেষ হয় নেতাজি মোড়ে।
পদযাত্রা শেষে অনুষ্ঠিত হয় সভা। এই দিন এই সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্বরা। সভায় কংগ্রেস কর্মীদের পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মূলত সরকার নির্ধারিত হাজার প্রতি ২৬৮ টাকা বিড়ির মুজুরির দাবিসহ একাধিক দাবি নিয়ে এই পথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসভায় ঝাঁঝালো বক্তব্য রাখেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী কেন্দ্র ও রাজ্যকে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবী জানাই ।
মূলত ৩ তারিখ এই পদযাত্রা শুরু হয় জঙ্গিপুর থেকে শেষ হবে ফরাক্কায়। এই পদযাত্রা ও সভা এরপর সোমবার অনুষ্ঠিত হবে সামশেরগঞ্জে।

কামতাপুরি পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন মালদার গাজোলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড) এর ২৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন ও প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হলো মালদার গাজোল ঘাকশোল ফুটবল ময়দানে। এদিন ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন কামতাপুর পিপলস পার্টির (ইউনাইটেড) সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং। পৃথক রাজ্যের দাবিতে আটটি দলের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফ্রন্ট ফর সেপারেট স্টেট এর সমস্ত নেতৃবৃন্দরা। দলীয় পতাকা উত্তোলন মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং। এরপর বিশিষ্ট অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর কামতাপুর পিপলস পার্টির যে সকল নেতা কর্মীরা শহিত হয়েছেন তাদের জন্য ১ মিনিট নিরাবতা পালন করা হয় ।এরপর প্রধান বক্তা হিসাবে বিমল গুরুং বক্তব্য রাখেন। ওই সভা মঞ্চ থেকে কামতাপুর আলাদা রাজ্যের দাবিতে সরব হন সমস্ত নেতৃত্বরা । দ্রুত কামতাপুর আলাদা রাজ্যর দাবিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি দেন বিমলগুরু । ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিল্পীরা।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেনবিমল গুরুং, উত্তর দিনাজপুর জেলার কামতাপুর পিপসস পার্টির সভাপতি পিন্টু রায়,,মালদা জেলা সভাপতি সুনীল সরকার,থেকে শুরু করে কামতাপুর পিপলস পার্টির নেতৃবৃন্দরা।

স্টুডেন্ট উইক উপলক্ষে পড়ুয়াদের পাঠ্য সামগ্রী দিল শাসনের তৃণমূল

বিশেষ প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় অনন্য পদক্ষেপ শিক্ষার্থী সপ্তাহ উদযাপন হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের শিক্ষার্থী সপ্তাহ উৎযাপনে দলের শাখা সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে নির্দেশ দিয়েছে।সেই উদ্দেশ্যকে সাফল্য করার লক্ষ্যে রবিবার, উঃ ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত ২ নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ শাসনের খড়িবাড়ি বাজারে পাঠ্য সামগ্রী বিতরণ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে বারাসাত ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ বিরোধীদের আক্রমনের শুরু বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে কোনভাবেই সফল হবে না।মা মাটি মানুষের দলকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে ভয় ভীতি দেখিয়ে থামিয়ে রাখতে পারবে না।পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সভাপতি তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা

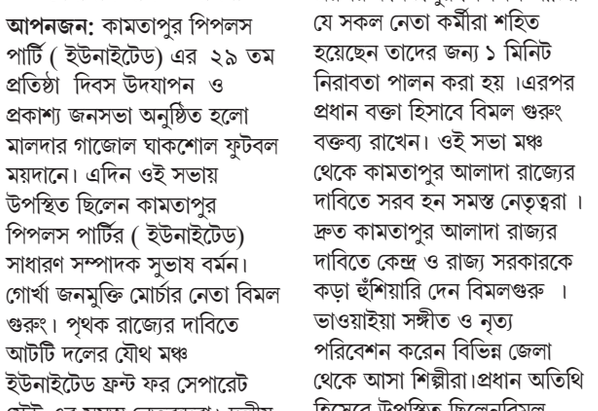

পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন ব্রিগেডে বামফ্রন্টের ফ্লপতে শুধু মিথ্যার বন্যা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে কোন চক্রান্তকারীর চক্রান্ত সফল হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা আজ দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে সমাদৃত। তাঁর মস্তিষ্কপ্রসুত পরিকল্পনা দুয়ারে সর কার,কন্যাশ্রী,রুপশ্রী,সবুজসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিড কার্ড এখন বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে। বারাসাত -২ নং ব্লকের ছাত্র ভাইদের এই অনুষ্ঠান সাধুবাদ যোগ্য। শাসনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব সভাপতি সমীক রায় অধিকারি,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান, জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সরকার, সাবিনা খাতুন, যুবনেতা তথা দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুল ইসলাম মনি,অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মান্নান আলী, সাহাবুদ্দিন আলি,ছাত্রনেতা অভীক মজুমদার,জিয়াউল ইসলাম,মনিরুজ্জামান , মাফুজার, বাবাই প্রমুখ।

সম্প্রীতি চেতনায় নেতাজি ইন্ডোরে আসার আহ্বান জমিয়তের

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়েত ওয়ার্কিং কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল প্রস্তুতি সভা । জমিয়েত উলামায়ে হিন্দের ১০৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য জমিয়তের আহ্বানে জানুয়ারি মাসের আগামী ২০ তারিখ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এদিন ওই সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য জামিয়েত উলামায়ে হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক কাজী আরিফ রেজা প্রমুখ। সংগঠকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ । আর সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানের অক্ষুন্নতা, জাতীয় সংহতি, মিল্লি ইত্তেহাদের গুরুত্ব নিয়ে সমাবেশে ডাক দিয়েছেন জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী । আর সেই সমাবেশ সফল করতে জেলায় জেলায় জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের

পক্ষ থেকে তৎপরতা গ্রহণ করা শুরু হয়েছে । বারাসাতের কাজীপাড়ায় সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে রবিবার অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভা থেকে সমাবেশ সফল করতে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মুফতি আব্দুস সালাম, কাজী আরিফ রেজা সাহেবরা জানান বর্তমান ভারতবর্ষের পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে সংবিধান সুরক্ষিত রাখতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ রেখে সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে আমরা সকলে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হব । এদিন ওই প্রস্তুতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা জমিয়তের সহ:সভাপতি মাওলানা আব্দুল হাকিম, মাওলানা, মাওলানা নুরুল হক, মাওলানা আমির হাসান, সহ-সম্পাদক কারী মাহমুদ হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ মাওলানা বজলুর রহমান, মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা বাকি বিল্লাহ, মাওলানা জাকির হোসাইন প্রমুখ । উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ৫৪ টি শাখা সহ সমস্ত জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ও সম্পাদকদের তৎপরতায় আগামী সমাবেশ সাফল্যমণ্ডিত হবে বলে আশা করছেন সংগঠকরা।

আজ গঙ্গাসাগরে মেলার পরিস্থিতি দেখতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে সোমবার দিন যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী আসা নিয়ে প্রশাসনিক নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বৈঠক করা হয়।
সূত্রের খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেলিকপ্টারে আসবেন বেলা একটা নাগাদ, গঙ্গাসাগর পাঁচ নম্বর রাস্তার পাশে হেলিপেটে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই হেরি প্যাড ঘুরে দেখছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গণে ঘুরে দেখবেন এর পরেই কপিলমনি মন্দিরে পুজো দেবার কথা আছে। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের জন্য গঙ্গাসাগর মেলা মাঠে কি কি ব্যবস্থা রেখেছে তা ঘুরে দেখবেন , পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার বেশ কিছু সেতু উদ্বোধন করবেন

গঙ্গাসাগরে জল মিশনের নিয়ে উদ্বোধনের অনুষ্ঠান করার কথা আছে। গঙ্গাসাগরের তিনি রাত্রি যাপন করবেন বলে এমনটাই জানা যায়, এর পরেই দিন মঙ্গলবার সকাল ন'টায় বেরিয়ে যাবেন জয়নগরের উদ্দেশ্যে ,জয়নগরে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনের করার কথা আছে বলে জানা যায় সোমবার দিন গঙ্গাসাগরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসবেন আর সেই নিয়ে লট নাম্বার এইট ,কচু বেড়ে সহ গঙ্গাসাগরের মেইন রাস্তায় থাকছে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ। গঙ্গাসাগর মেলা গ্রাউন্ডে থাকছেন পুলিশ কর্মী ও পুলিশ আধিকারিকরা সুন্দরবন পুলিশ জেলার তত্ত্ব বদনায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে গঙ্গাসাগর মেলা প্রস্তুতি পর্ব সুষ্ঠুভাবে ঘুরে দেখতে পারেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তা নিয়ে ইতিমধ্যে একাধিক বৈঠক করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে কঠোর নিরাপত্তায় বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে, কেবল মুখ্যমন্ত্রী আসার অপেক্ষা।

অবৈধ মদের ভাটিতে হানা প্রমীলা বাহিনীর, চড়াও মদ কারবারিরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পাত্রসায়ের থানার সানি পুকুরের পাড় এলাকার একদল প্রমিলাবাহিনী পাশের গ্রামে অভিযান চালায় অবৈধভাবে চোলাই মোদের ভাঁটিতে। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাশের গ্রামে একাধিক বাড়িতে অবৈধভাবে নিষিদ্ধ চোলাই মদ তৈরি করা হয়, আর যা খেয়ে প্রায় প্রতিদিনই হয় দুর্ঘটনা এমনকি বাড়ির পুরুষেরা ঘরে এসে অত্যাচার চালায় মহিলাদের ওপর।
এমনকি কিছুদিন আগে ওই মদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে গ্রামে। এদিন সানি পুকুর পাড়ের মহিলারা একজোট হয়ে সেই মত তৈরি বন্ধ করতে গেলে তাদের ওপর চড়াও হয় মদ তৈরীর কারবারিরা। শুরু হয় তুমুল বচসা। মহিলাদের

অভিযোগ তাদের মারধর করা হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পাত্রসায় থানা পুলিশ এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এলাকার মহিলাদের অভিযোগ পুলিশকে বারংবার জানিয়েও এই অবৈধ কারবার বন্ধ হয়নি, এমনকি এলাকায় রয়েছে পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য তিনিও পাত্রসায় থানাতে জানিয়েছেন তবুও হয়নি কোন সুরাহা। যাতে করে এই অবৈধ মত তৈরি করা বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

বিভিন্ন দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন বেশ কিছু মহিলা। বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ৮ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বে তরফে রবিবার এই যোগদান পর্ব চলে। এদিনের এই যোগদান পর্বে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি, বালুরঘাট টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ কর্মকার সহ আরো অনেকে। মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহত রাখতেই তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করেছেন বলেই সদ্য যোগদান কারীরা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এই যোগদানের ফলে তৃনমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন আরো শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে তৃণমূলের নেতৃত্ব।
এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সহ-সভাপতি সুভাষ চাকি জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার বুথ প্রেসিডেন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। এদিন সব মিলিয়ে অন্যান্য দল ছেড়ে প্রায় ৩২ জন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেছেন।'

মিলনবাজার এলাকায় অটো উল্টে জখম ৫

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: দ্রুত গতিতে যাওয়া একটি অটো রিকশা উল্টে গুরুতর জখম হলেন ৫ জন মহিলা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালদি'র মিলনবাজার এলাকায়।গুরুতর জখম মহিলারা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখমদের মধ্যে কবিতা প্রামাণিক নামে এক বৃদ্ধার অবস্থা সংকটজনক।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে জীবনতলা থেকে একটি অটো যাত্রী নিয়ে তালদিতে আসছিল।ঘন কুয়াশার জেরে আচমকা অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। গুরুতর জখম হয় অটোর ৫ মহিলা যাত্রী।স্থানীয়রা জখমদের কে উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়নগর থানার পুলিশের বড় সাফল্য

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়নগর সফরের আগে জয়নগর থানার পুলিশে বড় সাফল্য পেল। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা এলাকায় রাস্তা থেকে দুটি পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভির ফুটেজ ধরে গত বৃহস্পতিবার মগরাহাট স্টেশন এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার এস আই সায়ন ভট্টাচার্য ও এস আই তন্ময় দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম।উদ্ধার হয় ছিনতাই হওয়া হার দুটি।ধৃত দুজন হল মনিরুল ফকির, বাড়ি মগরাহাট থানার মাহিতালাপ বিলন্দপুর এলাকায় ও আফজল ফকির, ধৃতের বাড়ি মগরাহাট থানার বিলন্দপুর এলাকায়।

খুদে পড়ুয়াদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির শাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: স্কুলের কচিকাঁচাদের আহ্বানে প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে রক্তদান করলেন অভিভাবক ও অভিভাবিকরা। এমনই এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার শাসনের সন্ডালিয়া গ্রামবাসীরা। সন্ডালিয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্যোগে ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই প্রথম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার। কিন্তু কচিকাঁচাদের এই স্কুলে কারা রক্তদান করবেন। তাই স্কুলের কচিকাঁচারই তাদের বাবা মা কে রক্তদান করার কথা বলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুদ হোসেন বলেন, মূলত বাচ্চাদের অভিভাবক অভিভাবিকারা ও গ্রামবাসীরা এসে ৫০ জনেরও অধিক রক্তদান করেছেন। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি পড়ুয়ারা যাতে সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা অর্জন করতে পারে এটাও একটা ভাবনা। আর তাই বৃক্ষ রোপণ এর পাশাপাশি এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন বলে তিনি জানান। আর এই রক্তদান শিবিরের কর্মকাণ্ডকে সারা বছর ধরে রাখতে প্রতি ইংরেজি নববর্ষের প্রথম রবিবারকে নির্ধারিত তারিখ করে দেওয়া হয়েছে।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মেহেদী হাসান, জেলা পরিষদের সদস্য সাবিনা খাতুন, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহ সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল আরেফিন সহ বিশিস্টজনেরা। সকল বক্তাই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, সাধারণত আমরা নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই ধরনের অনুষ্ঠান দেখি। কিন্তু রাজ্যের মধ্যে হয়তো এই প্রথম কোনো প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে অভিভাবকরাই রক্তদান করছেন। তাছাড়া স্কুল বিল্ডিং ক্লাসরুম ছবি এঁকে দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে। আগামীদিনে স্কুলটি মডেল স্কুল হিসাবে গড়ে উঠবে বলে আশাবাদী অভিভাবকরাও।

ভরদুপুরে চলল গুলি, নিহত তৃণমূল নেতা

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে দিনে দুপুরে চলল গুলি। নিজের ফ্ল্যাটেই গুলিবিদ্ধ হলেন তৃণমূল নেতা। রবিবার দুপুরে দুষ্কৃতীরা এসে ওই তৃণমূল নেতাকে গুলি করেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর লাগোয়া চালতিয়া এলাকায়। তৃণমূল নেতার নাম সত্যেন চৌধুরী। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আহত তৃণমূল নেতাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই ওই তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদেম স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চালতিয়া এলাকায় সত্যেনের ফ্ল্যাটে তিন জন দুষ্কৃতী বাইক নিয়ে এসেছিল। তাঁরা গুলি করে বাইক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। যদিও দুষ্কৃতীদের পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। কিন্তু এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। চালতিয়া এলাকায় রীতিমতো ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নিহতের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, সাম্প্রতিককালে রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন সত্যেনবাবু। তাঁকে যে ভাবে গুলি করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে এই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। খুনের পিছনে রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক না ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে তা জানা যায়নি। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বহরমপুর থানার আধিকারিকরা। তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ ।

প্রথম নজর

জেদ্দায় শুরু হচ্ছে হজ ও উমরাহ সম্মেলন

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের জেদ্দায় আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে পবিত্র হজ ও উমরাহ পরিষেবা সম্মেলন ও প্রদর্শনী। হজযাত্রীদের অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ করতে তৃতীয়বারের মতো সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। এতে সারা বিশ্ব থেকে হজ ও উমরাহ সেক্টরে আগ্রহীরা অংশ নেবেন এবং নিজেদের নতুন ভাবনাগুলো তুলে ধরবেন। সৌদি বাদশাহ সালমানের পৃষ্ঠপোষকতায় হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জেদ্দা সুপারডোমে চার দিনব্যাপী এ সম্মেলন চলবে। www.hajjumrahforum.com লিংকে নিবন্ধন করে এতে অংশ নেওয়া যাবে। সৌদি প্রেস এজেন্সি সূত্রে জানা যায়, হজবিষয়ক এ সম্মেলন আগামীকাল সোমবার থেকে শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার (৮-১১ জানুয়ারি) পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। মূলত সৌদি ভিশন ২০৩০-এর অংশ হিসেবে হজযাত্রীদের অভিজ্ঞতা শীর্ষক এ প্রগ্রামের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে হজ ও ওমরাযাত্রীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি হজ পরিষেবার মান বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হবে। চার দিনব্যাপী এ সম্মেলনে হজ ও উমরাহ সংশ্লিষ্ট ১৫টি প্যানেল আলোচনা, ৪৫টি ওয়ার্কশপ ও ১৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। চারদিন ব্যাপী এ সম্মেলনে হজ ও উমরাহ সংশ্লিষ্ট ১৫টি প্যানেল আলোচনা, ৪৫টি ওয়ার্কশপ ও ১৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এতে হজ পরিষেবার উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রভাব, পবিত্র শহর ও স্থানগুলোর ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন, হজে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা বৃদ্ধি, হজ ও উমরাহ বাস্তবায়নে কূটনৈতিক সহযোগিতা, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার, পরিবহন পরিষেবার উন্নয়ন, সমন্বিত লজিস্টিক কৌশল, প্রযুক্তি পরিষেবার মাধ্যমে জ্ঞান সমৃদ্ধ করা, হজে মিডিয়ার ভূমিকা, হজযাত্রীদের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার উন্নয়ন বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হবে। গত বছর হজ ও উমরাহ সম্মেলনে এক লাখের বেশি দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়। এর মধ্যে ৩৬০টি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা অংশ নেয়।

বোয়িংয়ের ১৭১টি বিমানের উড্ডয়ন স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আলাস্কা এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট জরুরি অবতরণে বাধ্য হওয়ার পর দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্য ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) বোয়িং কম্পানির ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের উড়োজাহাজকে গ্রাউন্ডেড বা উড্ডয়ন স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে। এ নির্দেশ ১৭১টি বোয়িং উড়োজাহাজের ওপর কার্যকর হবে বলে তারা জানিয়েছে। শুক্রবার (৫ জানুয়ারি) আলাস্কা এয়ারলাইন্সের বিমানটি যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন অঙ্গরাজ্যে উড্ডয়নের পর পরই জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়। ইউনাইটেড এয়ারলাইনস বলছে, এফএএর নির্দেশনা অনুযায়ী তারা এ ধরণের ৭৯টি বিমানের পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে। পরে সংস্থাটির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শনিবার ৬০টির মতো ফ্লাইট বাতিলের পর কিছু উড়োজাহাজকে সার্ভিস, অর্থাৎ সেবাদান থেকে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে।
এর আগে এফএএ বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো এয়ারলাইন কম্পানি পরিচালনা করে বা যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডে ব্যবহৃত হয়– বোয়িং কম্পানির এমন কিছু নির্দিষ্ট ধরণের উড়োজাহাজ সাময়িকভাবে গ্রাউন্ডেড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা তখন জানিয়েছিল, প্রতিটি বিমান পরিদর্শনের জন্য চার থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।
অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (সিএএ) নিশ্চিত করেছে, ৭৩৭ ম্যাক্স ৯ মডেলের কোনো উড়োজাহাজ দেশটিতে নিবন্ধিত নেই।

নেতানিয়াহুর পদত্যাগ ও গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগ, গাজায় আটক নাগরিকদের মুক্তি এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। শনিবার (৬ জানুয়ারি) তেল আবিব ও জেরুজালেমে এসব বিক্ষোভের আয়োজন করা হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত ৭ অক্টোবর হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলি নাগরিকদের কয়েক হাজার স্বজন, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী গতকাল তেল আবিবের 'হোস্টেজ স্কয়ারে' বিক্ষোভ করেন।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিকেরা বলেছেন, হোস্টেজ স্কয়ারে বিক্ষোভকারীদের উপস্থিতি সাম্প্রতিক কয়েক সপ্তাহের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। গত কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভে সর্বোচ্চ কয়েক শ মানুষকে জড়ো হতে দেখা গেছে। তবে গতকাল তা বেড়ে কয়েক হাজার হয়েছে। তেল আবিব থেকে আল-জাজিরার প্রতিবেদক সারা খাইরাত বলেন, 'এটা নজিরবিহীন ঘটনা। কারণ, গাজায় ইসরায়েলের হামলার শুরু থেকে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীরাসহ সবাই একটি বিষয়ে সম্মত। আর তা হলো, যুদ্ধ চলাকালে তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। গাজায় এখনো কেউ কেউ জিম্মি থাকার এই সময়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।' গতকাল বিক্ষোভের সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে বিক্ষোভকারীরা বলছিলেন, 'বুশাহ, বুশাহ, বুশাহ'। এর মানে হলো 'লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা।' ৭ অক্টোবরের ঘটনার জন্য তারা নেতানিয়াহু এবং অন্য কর্মকর্তাদের দায়ী করছিলেন। জেরুজালেমে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের বাড়ির সামনেও জড়ো হয়েছিলেন বিক্ষোভকারীরা। তারা গাজায় এখনো আটক শতাধিক নাগরিককে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার দাবি জানান। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালায়। ইসরায়েল সরকারের হিসাব অনুসারে, ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ১৪০ জন নিহত হয়েছেন। জবাবে একই দিন থেকে গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে, চলমান হামলায় এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৭২২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। ইসরায়েলের দাবি, ৭ অক্টোবর প্রায় ২৪০ জনকে ধরে নিয়ে যান হামাসের যোদ্ধারা। মাঝে যুদ্ধবিরতি চলার সময় বেশ কিছু জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এখনো হামাসের কাছে শতাধিক মানুষ বন্দী আছেন বলে দাবি ইসরায়েলের।

গাজায় আড়াই কোটি ডলারের অর্থ-অলঙ্কার লুট সন্ত্রাসী ইসরায়েলি বাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান অভিযানে ব্যাপক ধ্বংস ও হত্যার পাশাপাশি লুটপাটও চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত তিন মাসে উপত্যকা থেকে প্রায় আড়াই কোটি ডলারের সমপরিমাণ মূল্যের অর্থ স্বর্ণালঙ্কার ও শিল্পকর্ম লুট করেছে ইসরায়েলি সেনারা। উপত্যকায় ক্ষমতাসীন হামাস নিয়ন্ত্রিত সরকারি মিডিয়া অফিস রোববার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এ তথ্য। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'গাজা উপত্যকায় গত ৯২ দিনের অভিযানে উপত্যকার বাসিন্দাদের বাসভবন, ব্যাংক ও দোকান থেকে ৯ কোটি শেকেল (আড়াই কোটি ডলার) সমমূল্যের অলঙ্কার, অর্থ ও শিল্পকর্ম লুটপাট করেছে ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী।' 'ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণ থেকে বাঁচতে বাড়িঘর ছেড়ে যেসব ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরের দিকে ছুটছেন, তাদের বাড়িঘরে ঢুকে মূল্যবান সামগ্রী যা পেয়েছে হাতিয়ে নিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। এমনকি আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে থাকা ফিলিস্তিনিদের তল্লাশীর নামে তাদের কাছ থেকেও অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়েছে টহলরত ইসরায়েলি সেনারা।' 'অনেক সেনা আবার লুটপাটের পর লুণ্ঠিত সামগ্রীর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ারও করেছে।' গাজার মিডিয়া অফিসের এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েলের সরকার কিংবা প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় ইরেজ সীমান্তে হামাস যোদ্ধারা অতর্কিত হামলা চালানোর পর ওই দিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বিমানবাহিনী। ২৮ অক্টোবর থেকে অভিযানে যোগ দেয় স্থলবাহিনীও। ইসরায়েলি বাহিনীর টানা দেড় মাসের অভিযানে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা উপত্যকা, নিহত হয়েছেন ২২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি। এই নিহতদের ৭০ শতাংশই নারী, শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক লোকজন। তার মধ্যে গত শনিবার নিহত হয়েছেন ১২০ জন। আহত হয়েছেন আরও ৫৪ হাজার ৯৬৮ জন এবং এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৭ হাজার জন। এছাড়া হাজার হাজার পরিবার বাড়িঘর-সহায় সম্বল হারিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন স্কুল, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী ইসরায়েলি বাহিনীর গত ৩ মাসের অভিযানে নিহত বাস্তুহারা হয়েছেন অন্তত ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি।
অন্যদিকে, হামাসের গত ৭ অক্টোবরের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হয়েছিলেন ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিক। পাশাপাশি, ইসরায়েলের ভূখণ্ড থেকে ২৪২ জন ইসরায়েলি ও অন্যান্য দেশের নাগরিককে সেদিন জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যান হামাস যোদ্ধারা। তাদের মধ্যে এখনও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন ১২৯ জন জিম্মি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং গাজাকে পরিপূর্নভাবে নিরস্ত্রীকরণ করার আগ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে।

খাবারের জন্য হাহাকার, ভয়াবহ খাদ্য সংকটের মুখে গাজা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মানবিক সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। উপত্যকাটির সর্বত্রই এখন খাবারের জন্য হাহাকার। সেখানে খাবার-পানির তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সংঘাতের কারণে কোনো ধরনের ত্রাণ সহায়তাও পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। গাজায় মানবিক সঙ্কট পৌঁছানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। সেখানে যুদ্ধবিরতি না হলে কোনো ধরনের মানবিক সহায়তা সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে নতুন করে কোনো চুক্তিও হচ্ছে না। এমনকি ইসরায়েল বলছে তারা এখনই লড়াই থামাবে না। সম্প্রতি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এই যুদ্ধ আরও কয়েক মাস চলবে। হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। গাজাবাসীর জন্য যে সহায়তা সামগ্রী পেঁছে দেওয়ার কথা সেগুলো ইসরায়েলি বাহিনীর একগুয়েমির কারণে মিশর-গাজা সীমান্তের একটি গুদামে রাখা হয়েছে। ওই গুদাম পরিদর্শনে গিয়ে মার্কিন সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন বলেন, এই গুদামের পরিস্থিতি স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ দিচ্ছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এখন পর্যন্ত গাজার বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনায় কমপক্ষে ২২ হাজার ৭২২ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই নারী এবং শিশু। আহত হয়েছে আরও ৫৮ হাজার ১৬৬ জন। এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেছেন, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা এখন বসবাসের অযোগ্য। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, অক্টোবরে হামাসের হামলার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলার পর গাজা পুরোপুরি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গ্রিফিথস এক বিবৃতিতে বলেন, ৭ অক্টোবরের হামলার পর থেকে গত তিন মাসে গাজা একটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। চারদিকে হতাশা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বলেন, গাজার সর্বত্রই এখন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সেখানকার সাধারণ মানুষ টিকে থাকার জন্য প্রতিদিন নানা রকমের হুমকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে বিশ্ব শুধু এই দৃশ্য বসে বসে দেখছে। মানবাধিকার সংস্থার এই প্রধান কর্মকর্তা বলেন, ২০ লাখের বেশি মানুষকে সহায়তার এক জটিল দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এএফপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গাজা উপত্যকার বেশিরভাগ অংশ ইতোমধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় খান ইউনিস শহর, রাফাহ এবং মধ্য গাজার কিছু অংশে রাতভর বিমান হামলা অব্যাহত রয়েছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির ভোট বর্জনের ডাক কেউ গ্রাহ্য করেনি। বিএনপিকেই জনগণ বর্জন করেছে। তারা (বিএনপি) নির্বাচন প্রতিহত করতে চেয়েছে। কিন্তু ব্যালটের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ রোববার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে সন্ধ্যায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। নির্বাচন-পরবর্তী দলের প্রতিক্রিয়া জানাতেই এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মায়ানমারে গ্রামে বিমান হামলা, শিশুসহ নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি গ্রামে বিমান হামলায় শিশুসহ অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছে। রবিবার স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে জান্তাবিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করে দেশটি ক্রমবর্ধমান ভয়ানক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে। এদিন স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে তামু জেলার খাম্পাত টাউনশিপের একটি গ্রামে বিমান হামলা হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো শিশুসহ ১৫ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুরুষ এবং একজন নারী প্রত্যক্ষদর্শী এএফপিকে বলেছেন, হতাহতের সংখ্যা আরো বেশি। ওই ব্যক্তি হামলার সময় জান্তার যুদ্ধবিমান দেখার কথা জানিয়ে বলেছেন, 'আটটি শিশুসহ ১৯ জন নিহত হয়েছে।' তিনি আরো বলেছেন, প্রথম বোমাটি গ্রামের দুটি গির্জাকে লক্ষ্য করেছে এবং লোকজন ভবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় দ্বিতীয় হামলাটি হয়।
অধিকাংশই গির্জার এলাকার বাইরে নিহত হয়েছে। কারণ তারা পালানোর জন্য দৌড়াচ্ছিল। হামলায় নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে।

জেনিনে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৬

আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেনিনে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পশ্চিম তীরেও হামলার পরিমাণ বেড়েছে। গত ৩ মাসে সেখানে ইসরায়েলি হামলায় ৩ শতাধিক নিহত হয়েছে। খবর আলজাজিরার। গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েল অভিমুখে হাজার হাজার রকেট ছুড়ে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। সেই সঙ্গে হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলি সীমান্ত অতিক্রম করে দেশটিতে তাণ্ডব চালায়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৮
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৩.৩২	
মাগরিব	৫.১৩	
এশা	৬.২৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

ইরানে ফের বিকট বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে সিরাজ শহরের লেক বাখতেগানের কাছে গতকাল শনিবার বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আনাদোলু এজেন্সি।
ফার্স প্রদেশের জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিচালক গুলামরেজা গুলামি দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বিস্ফোরণের তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনিও জানিয়েছেন সিরাজে বিশাল বিস্ফোরণ হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের জাতিগতভাবে নির্মূল করছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: অসহায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে জোরালো বার্তা দিয়েছেন স্কটল্যান্ডের ফার্স্ট মিনিস্টার বা প্রধানমন্ত্রী হামজা ইউসুফ। তিনি বলেছেন, ঊর্ধ্বতন ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের দ্বারা বারবার মন্তব্য করা হয়েছে যে, ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত করা হবে এবং তাদের জায়গায় ইসরায়েলি বসতি স্থাপন করা হবে। এটি জাতিগত নির্মূলের সমান। তিনি বলেন,আমি মনে করি রাজনৈতিক নেতাদের বিভ্রান্তিকর কথা বলা বন্ধ করা উচিত, তারা গাজায় যা দেখছেন, সরাসির তা বলা উচিত। তিনি আরো বলেন, আমরা কেবল একটি মানবিক সংকটই দেখছি না, নেতানিয়াহু সরকারের সিনিয়র সদস্যদেরও এমন বিবৃতি দিতে দেখছি যা স্পষ্টভাবে জাতিগত নির্মূলের পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা এবং এটিকে সম্ভাব্য কঠোরভাবে নিন্দা করা উচিত। ইউসুফ, যার শ্বশুর-শাশুড়ি নভেম্বরে সরিয়ে নেয়ার আগে তীব্র ইসরায়েলি বিমান হামলার মধ্যে গাজা উপত্যকায় আটকা পড়েছিলেন, তিনি এর আগেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আনা গণহত্যা মামলাকে সমর্থন করেছিলেন।

এবার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পড়ল নিষেধাজ্ঞার খড়্গ

আপনজন ডেস্ক: তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করায় যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে চীন। রোববার (৭ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
চীনা নিষেধাজ্ঞায় পড়তে যাওয়া কোম্পানিগুলো হলো- বিএই ল্যান্ড অ্যান্ড আর্মমেন্টস, অ্যালায়েন্ট টেকসিস্টেম অপারেশনস, অ্যারোভাইরোনমেন্ট, ভিয়াসাত এবং ডাটা লিংক সলুশনস। চীনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়া হলেও, বিষয়টি নিয়ে বেইজিংয়ের মার্কিন দূতাবাস কোনো মন্তব্য করেনি। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, চীন পাঁচটি মার্কিন সমরাস্ত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেবে। যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানের কাছে অস্ত্র বিক্রি করায় এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া এসব কোম্পানির সম্পত্তি জব্দ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বা তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চীন থেকে নিষিদ্ধ করা হবে। তাইওয়ানের কাছে বারবার যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি নিয়ে ওয়াশিংটন-বেইজিংয়ের মধ্যকার উত্তেজনা পুরনো। কারণ, তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে চীন। অন্যদিকে বেইজিংয়ের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তাইওয়ান। আর এই ইস্যুতে তাইওয়ানকেই সমর্থন দিচ্ছে বাইডেন প্রশাসন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ০৮ সংখ্যা, ২২ পৌষ ১৪৩০, ২৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

স্বগতোক্তি

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, জাতিকে নসিহত করিবার মতো লোকের অভাব নাই। তাহারা এত ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু গ্রাউন্ডে তথা মাঠ পর্যায়ে গিয়া দেখা যায়, তাহাদের সেই কথার কানাকড়ি মূল্য নাই। কেন ইতিবাচক কথাবার্তা এইভাবে নেতিবাচক হিসাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা ভাবিবার বিষয়ই বটে। এই সকল দেশে কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না, যদি দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্যা কোথায়? আমরা সবকিছু দেখি, শুনি এবং লিখিয়াও থাকি। এই সকল দেশের বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজসহ সকলেই স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে বলিয়া দাবি করা হয়। কিন্তু এই কথা কতটা সত্য? যে কোনো নির্বাচনে হারজিত আছে। এমনকি যেই সকল উন্নত দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, যেই দেশের ভোটাররা শিক্ষিত, অর্থবিত্তে স্বাবলম্বী ও সচেতন, সেই সকল দেশেও দেখা যায় অর্ধেক লোকই ভোট দেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোট পড়ে ৪০ শতাংশেরও কম। সেই জন্য কথা বলা ও মতামত দেওয়ার সময় লাগাম টানিয়া রাখাটাই কি উত্তম নহে? যাহারা সুষ্ঠুভাবে সবকিছু হইবার কথা বলেন, তাহারা কি জানেন না উন্নয়নশীল বিশ্বে কীভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা হয়? মামলা-হামলা কীভাবে করিতে হয় সেই ব্যাপারেও তাহারা সিদ্ধহস্ত। তাহা ছাড়া এই সকল দেশে প্লেগের মতো সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে দুর্নীতি। সেইখানে কে যে কাহার কথা অনুযায়ী কলকাঠি নাড়িতেছে, তাহা কেহ জানেন না। কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু তাহার পরও এই সকল দেশে পরিবর্তন যে আসে না, তাহা নহে। অন্যায়-অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহারা সর্বদা কামনা করেন দেশে দ্রুত পরিবর্তন আসুক। তবে দ্রুত পরিবর্তন আসিবার কথা বলা ও কামনা করা যতটা সহজ, বাস্তবে তাহার প্রতিফলন ঘটানো তত সহজ নহে। এই জগতে সৃষ্টিকর্তাও কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খ কোনো অন্যায়ের বিচার করিতে পারে না বলিয়া শেষ বিচারে তিনিই ভরসা। দেরিতে হইলেও পরকালে তো বটে, অনেক সময় এই পৃথিবীতেও সুবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন তিনি। এই জন্য তিনি বারংবার আমাদের ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি ধৈর্যশীলদের পছন্দ করিয়া থাকেন। সবুরে মেওয়া ফলে এই কথাটি নিরর্থক নহে। তাই অন্যায় করিয়া কেহ পার পাইবে না, এই বিশ্বাস আমাদের অন্তঃকরণে রাখিতে হইবে। যুগে যুগে দেশে দেশে বহু স্বৈরশাসক আসিয়াছেন। তাহারা মানুষকে সকল ধরনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। দেশ ও প্রশাসন চালাইয়াছেন কঠোরহস্তে এবং ইহার যুক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এইরূপ করা হইয়াছে। সেই সকল দেশেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান, ইরানের রেজা শাহ, ফিলিপাইনের ফার্দিনান্দ মার্কোস, দক্ষিণ কোরিয়ার চুন দু হুয়ান প্রমুখ সকলেই দাবি করিয়াছেন, তাহাদের সময় দেশে প্রভূত উন্নয়ন হইয়াছে। নির্লিপ্তভাবে তাহা মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এমন কী হইল যে, তিন দিনের মধ্যে সকল খেল খতম। তখন হয়তো কেহ ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে পারেন, দেশ ও দশের জন্য তাহারা এত কিছু করিলেন, তাহার পরেও তাহাদের কেন এই পরিণতি? ইহার আগ পর্যন্ত এই সকল শাসক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন, উন্নয়নের কারণে জনগণ তাহাদের সহিত সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রহিয়াছে। ইহার চাইতেও দুঃখজনক বিষয় হইল, এই সকল উন্নয়নশীল দেশে প্রতিটি সরকারের পটপরিবর্তনের পূর্বে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়। কিন্তু পরিবর্তনের পর দেখা যায়, যেই লাউ সেই কদু। বরং অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি, হতাশা ইত্যাদি আগের তুলনায় বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবার কারণে অনেকে তখন স্বগতোক্তি করিতে থাকেন যে, আগের জমানাই ভালো ছিল।

সমানে সমান লড়াইয়ে থমকে আছে ইউক্রেন যুদ্ধ

রাশিয়ায় পাল্টা হামলা চালিয়ে ইউক্রেন সুবিধা করতে না পারলেও রাশিয়ার অগ্রগতি থামিয়ে দিতে পেরেছে। তাদের এখন অর্থ ও সমরাস্ত্রের অভাব। রাশিয়ারও অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি কম নয়। পুতিন ইউক্রেনের দখল করা এলাকা ধরে রেখে যুদ্ধের সমাপ্ত চান। তবে আগামী মার্কিন নির্বাচন পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ টেনে নিতে বদ্ধপরিকর। কারণ, ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রই যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেবে। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

উক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ৬৭৪ দিন পেরিয়েছে গতকাল শুক্রবার। ভাবা হয়েছিল, পশ্চিমা সাহায্যপুষ্ট ইউক্রেন ২০২৩ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বরে শীত জেঁকে বসার আগেই সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে যাবে। কিন্তু তার সেই পাল্টা হামলা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। উল্টো অর্থ ও সমরাস্ত্রের অভাব সেখানে এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, কোনো কোনো মহলে বলা শুরু হয়েছে, রাশিয়াকে কাবু করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহলে, বিশেষত ইউরোপীয় মিত্রদের অনেকে বলতে শুরু করেছে, ইউক্রেনের উচিত হবে একটা সম্মানজনক শান্তিচুক্তি করার জন্য এগিয়ে আসা।

অন্যদিকে মস্কোও যে খুব বেশি স্বস্তিতে আছে, তা কিন্তু নয়। যুদ্ধের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ২০২২ সালের আগে যে ইউক্রেনীয় ভূমি রাশিয়া দখল করেছিল, সেখানেই তারা থমকে আছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ, অনেক লোকলস্কর তাদের, অনেক সহজেই তার ইউক্রেনকে কাবু করার কথা। সেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মস্কো এখন ভাবছে, যতটুকু হাতানো গেছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই শ্রেয়। মনে হচ্ছে আপাতত মস্কোর লক্ষ্য যুদ্ধক্ষেত্রে অচলাবস্থা টিকিয়ে রাখা। এই যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, পশ্চিমা জোটের রুশবিরোধী অবস্থান তত শিথিল হবে। জোটের সদস্যদের মধ্যে এই অসন্তোষকে আরও উসকে দেওয়ার জন্যই সম্ভবত মস্কো ইঙ্গিত দিয়েছে, ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে তারা আগ্রহী। শান্তির ব্যাপারে তাদের আগ্রহের অবশ্য অন্য কারণ, এই যুদ্ধে মস্কোর অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতি। সে কথায় পরে আসছি।

ইউক্রেনের পাল্টা হামলা কেন ব্যর্থ

সমরবিশেষজ্ঞরা এখন বলছেন, ইউক্রেন যে তার সামরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়নি, তার দুটি মুখ্য কারণ রয়েছে। প্রথমত, অবাস্তব সম্ভাবনার কথা বলে ইউক্রেন দেশের ভেতরে ও বাইরে কল্পিত সাফল্যগীতি ফেঁদেছিল, যার ফলে রুশ হামলা মোকাবিলায় লক্ষণীয় সাফল্য সত্ত্বেও অনেকের মনে এই যুদ্ধে তার বিজয়ের ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে। এই সন্দেহ বিশেষত সেসব পশ্চিমা সমর্থকের মধ্যে বেশি, যারা ইউক্রেনে নিজেদের 'বিনিয়োগের' দ্রুত ফায়দা পেতে উদ্‌গ্রীব।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার সফল প্রতিরোধব্যূহ। গত বছরের গোড়ার দিকে বিপর্যয়ের পর মস্কো তার রণকৌশল দ্রুত বদলে নেয়। অতিরিক্ত ইউক্রেনীয় জমি দখলের পরিবর্তে যে জমি তারা দখল করেছে, সেটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রক্ষায় তারা মনোযোগ দেয়। নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভের নেতৃত্বে রাশিয়া তিন স্তরে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলে। এর অন্যতম ছিল অগ্রবর্তী সীমান্ত বরাবর মাইন বিছিয়ে একটি প্রায়-অপ্রতিরোধ্য প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ। এই দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ইউক্রেনকে ব্যাপক সামরিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে, কিন্তু রুশ বাহিনীকে টলানো যায়নি। ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি নিজে সম্প্রতি ইকোনমিস্ট সাময়িকীতে এক দীর্ঘ রচনায় ও সাক্ষাৎকারে এই ব্যর্থতার সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মোদ্দা বক্তব্য হলো, রাশিয়াকে মোকাবিলার জন্য যে সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিগত সমর্থন তাঁদের প্রয়োজন, সেটা তারা পায়নি। ইউক্রেনের প্রধান সমস্যা দুর্বল বিমান প্রতিরক্ষা। দিচ্ছি-দেব বলে অনেক কথা বলা হলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে অত্যাধুনিক সমরবিমান তাঁরা পাননি।

ইউক্রেনের ন্যাটো সমর্থকদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ না পাওয়ায় তাঁদের সেনাবাহিনীর পক্ষে অর্থপূর্ণ পাল্টা হামলা চালানো সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া সীমিত লোকবল ও প্রশিক্ষণের অভাবেও তাঁদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। জালুঝনি স্বীকার করেছেন, মার্কিন সামরিক সাহায্য ব্যবহার করে তাঁরা রাশিয়ার অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পেরেছেন—এটা সত্য। কিন্তু বর্তমানে তাদের কাছে যে সমরাস্ত্রের রসদ রয়েছে, তা দিয়ে রাশিয়াকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত সীমিত সামরিক শক্তি নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেন যে সাফল্য পেয়েছে, সেটাও কম নয়। যুদ্ধটা চলছে সাবেকি কায়দায়, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুই পক্ষ যেমন একে অন্যের মুখোমুখি লড়াই করত, সেই রকম। এই যুদ্ধে যার লোকবল ও রসদ বেশি, জয় তারই হওয়ার কথা। এই কায়দায় তার পক্ষে জয় সম্ভব নয় বুঝতে পেরে ইউক্রেন নজর দিয়েছে প্রধানত ড্রোন ও তথ্যপ্রযুক্তির ওপর। এই কাজে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে তাদের।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পাওয়ার পর রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলার ঘটনাও বেড়েছে অনেক। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার নৌবাহিনীর ওপর হামলায় তাদের নাটকীয় সাফল্য। ফরাসি ক্রুজ ও মার্কিন প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইউক্রেন এ পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার নৌবহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। এই সপ্তাহেই ক্রিমিয়ায় অবস্থানরত রুশ অবতরণতরি নভোচেরকাস্ককে তারা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। মস্কো নিজে স্বীকার করেছে, তাদের বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইউক্রেনের জন্য বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থের টানাটানি। যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রধান ঢাল, তারাই অর্থ ও অস্ত্র জুগিয়ে এই লড়াইকে সমানে সমান করে রেখেছে। এখন তাদের সেই অর্থের জোগান ফুরিয়ে এসেছে। রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনুরোধ অনুযায়ী অনুদান জোগাতে অস্বীকার করেছে। হাঙ্গেরির আপত্তির কারণে ন্যাটোর কাছ থেকেও থোক অনুদান আর আসছে না। ওয়াশিংটনভিত্তিক ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ওয়ার কোনো রাখঢাক ছাড়াই বলেছে, ইউক্রেনে পশ্চিমা সাহায্য বন্ধ হলে রাশিয়ার জয় অবধারিত।

সুবিধাজনক অবস্থায় রাশিয়া

নিজের ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়ে যুদ্ধে নেমেছে রাশিয়া। শুধু পরাশক্তি হিসেবে নিজের স্থান পোক্ত হওয়াই নয়, এই যুদ্ধের ফলাফলের ওপর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও নির্ভর করছে। এই যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ শুধু ইউক্রেন নয়, পুরো পশ্চিমা বিশ্ব। পুতিন অহংকার করে বলতেই পারেন, এত এত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এখনো তিনি কেবল দাঁড়িয়েই নেই, লড়াইয়ে তিনি জিতেও আছেন।

কিন্তু এই আপাত-জয়ের মূল্য কী? রাশিয়ার কাছ থেকে সে সত্য আদায়ের উপায় নেই, সেখানে সবই কর্তার ইচ্ছায় কাজ। ফলে আমাদের সত্য খুঁজতে নির্ভর করতে হচ্ছে পশ্চিমা সূত্রের ওপর। মার্কিন তথ্যানুসারে, গত ২২ মাসে এ পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রায় ৩ লাখ ২৫ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে। ট্যাঙ্ক খোয়া গেছে প্রায় ২ হাজার ২০০, সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে যুদ্ধপূর্বকালে মজুত গাড়ির দুই-তৃতীয়াংশ। এই অভাবনীয় ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রাশিয়ার লোকবলে বা অস্ত্রবলে খুব কমতি পড়েছে, তা-ও মনে হয় না।

মস্কো গত বছর ১৫ লাখ নতুন সৈন্য সংগ্রহের ঘোষণা দেয়। জেলখানার দাগি আসামি এনেও সেনাঘাটতি মেটানোর চেষ্টা হয়েছে, যদিও তাদের অধিকাংশ 'কামান খাদ্যে' পরিণত হয়েছে। পুরো অর্থনীতিকে সমর-উপযোগী করে গড়ে তোলায় পশ্চিমের তুলনায় অনেক দ্রুত গোলাবারুদ ও সাঁজোয়া বহর যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ইরান ও উত্তর কোরিয়া থেকেও মস্কো বিস্তর গোলাবারুদ ও ড্রোন সংগ্রহ করেছে।

তারপরও এই যুদ্ধ সামলাতে রাশিয়াকে বড় রকমের ধাক্কা খেতে হয়েছে। দেশটির রাজনীতি ও অর্থনীতি—সবকিছুর কেন্দ্রেই যুদ্ধখাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্লোগান, 'সবকিছু যুদ্ধের জন্য', রাশিয়ায় আবার তা ফিরে এসেছে। রাশিয়ার প্রস্তাবিত পরবর্তী বাজেট অনুসারে, আগামী বছর মোট রাজস্ব আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা প্রায় ১০ হাজার ৯০০ কোটি মার্কিন ডলার যুদ্ধ খাত বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে। এর ফলে যুদ্ধ হয়তো সামাল দেওয়া যাবে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে রাশিয়ার অর্থনীতি চরম সংকটে পড়বে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় রাশিয়ার চলতি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশই এখন চীন, ভারত ও ইরানকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। বিশ্বব্যাংক বলছে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে ২০২২ সালে রাশিয়ার অর্থনীতি ২ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩ সালে অর্থনীতির এই নিম্নগতি বাড়বে বৈ কমবে না। অথচ যুদ্ধের আগে ভাবা হয়েছিল, দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হারে বাড়বে। রাশিয়া তেল-গ্যাস রপ্তানির ওপর টিকে আছে। সেই জ্বালানি রপ্তানির পরিমাণ গত বছর এক-চতুর্থাংশ হ্রাস পেয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের তাগিদে পশ্চিমে রক্ষিত রাশিয়ার প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলার আটকে দেওয়া হয়। এখন কথা চলছে, এই অর্থ ইউক্রেনকে তার ভাঙা অর্থনীতি জোড়া লাগাতে অনুদান হিসেবে দিয়ে দেওয়া হবে।

নতুন ভাবনা

ফুটবলের ভাষায় বলতে গেলে যুদ্ধের চলতি যে হাল, তা হলো 'ড্র' (সমান সমান)। দুই পক্ষই ১-১ গোলে থমকে আছে। এই অবস্থা থেকে সরে আসার জন্য মস্কো ও ওয়াশিংটন—দুই পক্ষই নতুন কৌশল অনুসরণের কথা ভাবছে।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বেশ কয়েক মাস ধরেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিভিন্ন সূত্রে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে যুদ্ধ যেখানে থমকে আছে, সেই সীমান্ত বরাবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে তিনি আগ্রহী। এটি অবশ্য নতুন প্রস্তাব নয়, গত বছর ইউক্রেনের নাটকীয় সাফল্যের পর মস্কো থেকে এই একই প্রস্তাব এসেছিল। ইউক্রেন অবশ্য সে প্রস্তাব আসামাত্রই তা বাতিল করে দেয়। হারানো জমি পুনরুদ্ধার না করা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন, সে কথা বিবেচনা করে বাইডেন প্রশাসন ভিন্ন কৌশল অনুসরণের কথা ভাবছে।

পেন্টাগনের যুদ্ধবিশেষজ্ঞেরা বলছেন, পাল্টা আক্রমণের বদলে ইউক্রেনের উচিত হবে আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল গ্রহণ করা। ইতিমধ্যে যে জমি তারা উদ্ধার করেছে, উচিত হবে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। মার্কিন ওয়েব পত্রিকা পলিটিকোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনের অবস্থা যাতে দুর্বল না হয়, সে জন্য এই পথ পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। প্রশাসনের একজন মুখপাত্রের কথা উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি জানিয়েছে, যে যা-ই বলুক, এই যুদ্ধের সমাপ্তি যুদ্ধের ময়দান নয়, আলাপ-আলোচনার টেবিলেই হতে হবে। নতুন বছরে অর্থাৎ ২০২৪ সালেই ইউক্রেন যুদ্ধ পরিণতির দিকে যাবে—এ কথা কেউ কেউ বলছেন। যুদ্ধের ময়দানে নয়, ময়দান থেকে বহুদূরে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, এমন মানুষ অথবা সরকারের সিদ্ধান্তেই সম্ভবত সেই পরিণতি নির্ধারিত হবে। এই অসম্পৃক্ত ব্যক্তিদের একজন হলেন আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় এলে এক দিনে তিনি যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। অনুমান করি, প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই হিসাব মাথায় রেখে যেভাবেই হোক আগামী নভেম্বরে মার্কিন নির্বাচন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

বাংলায় খাদ্য অসুরক্ষা ও খাদ্য দুর্নীতি

মোঃ সাহিদুল ইসলাম

গবেষক, ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট আনন্দ, গুজরাট

জীবন ধারণের অন্যতম উৎস হলো খাদ্য ও পুষ্টি। খাদ্য-গ্রহণ-সুবিধার নিরিখে নির্ধারিত হয়েছে দারিদ্র পরিমাপক সূচক। যদিও এই সূচক রাজ্য এবং গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। বর্তমান পরিস্থিতে যদি দেখা যায়, ভারতবর্ষে এখনো শতকরা ২০ জন মানুষ গরিব। এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে, যেখানে ভারত চাঁদের মাটিতে পা রেখে গোটা বিশ্বকে তাক লাগাচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত তালিকাতে বিশ্বের সামনে হাস্যকর হয়ে উঠছে আমাদের ভারতবর্ষ। ২০২৩ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স অনুযায়ী ভারতবর্ষ ১১১তম স্থানাধিকারী বিশ্বের ১২৫ টা দেশের মধ্যে। ২০২২ সালে এই স্থান ছিল ১০৭।

পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ জনবহুল রাজ্য। বিশ্ব ব্যাঙ্ক গ্রুপ অনুসারে, রাজ্যের শতকরা ২০ জনেরও বেশি মানুষ দারিদ্রতার শিকার এবং দারিদ্রতার চরমসীমা বেশ কয়েকটি জেলায় খুব বেশি। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা শহরাঞ্চলের তুলনায় তিনগুন বেশি। সামাজিক প্রগ্রতির নিরিখে যদি দেখি, আমাদের সোনার বাংলার ছবি খুব একটা সন্তোষজনক নয়।

পশ্চিমবঙ্গ, দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের মধ্যে, "নিম্ন-মধ্য শ্রেণী"তে ২৫তম স্থানে আছে।

একটা গবেষণাপত্র "খাদ্য অসুরক্ষা"র (আবুল বাসার ও দাস, ২০১৮) নিরিখে, ২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলার ২০ শতাংশ মানুষ খাদ্যের ব্যাপারে অনিশ্চিত ও অসুরিক্ষিত। গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব আরো বেশি, প্রায় ২২ শতাংশেরও বেশি মানুষ শিকার। অন্য আরেকটি রিপোর্টে (হাঙ্গার ওয়াচ রিপোর্ট, ২০২১)প্রকাশিত যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ অন্তত দিনে একবার "খাবার"/"মিল" ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

খাদ্য ও পুষ্টির অনিশ্চয়তার প্রকট এবং কুপ্রভাব সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গ্রাস করে চলেছে। একটু চোখ খুলে তাকালেই আমরা

সমাজের বিভিন্ন স্থানে যেমন, হাসপাতালের লম্বা বহিঃ বিভাগ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা রুগীদের ভিড় বা নবজাতক শিশু বিভাগে ভর্তি শিশুর ভিড় , রেল স্টেশনে বেসাহারা অপুষ্টিক শিশুদের ভিড়, কোনো লোকাল বা অন্ত:রাজ্য ট্রেনের জেনারেল কোচ ভর্তি মানুষের ভিড়, গ্রামাঞ্চলের কোনো রাস্তার মোড়ে বসা থাকা বৃদ্ধ মানুষের ভিড় বা সরকারি স্কুলে যাওয়া শিশুদের দিকে তাকালেই খুব সহজেই দেখতে পায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থা। আমাদের সোনার বাংলা যাচ্ছে কোন দিশাতে, কোন পথে, কিসের এত উন্নতির জনজোয়ার?

সোনার বাংলার দিশেহারা উন্নতি কি আমাদের অতীত ইতিহাসকে মনে করিয়ে দিচ্ছে? সেই সময়টা, ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বের যুদ্ধের পরের বাংলা-দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কথা (1943)? যে মহামারী প্রায় ৩০ লক্ষ্যের ও বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে? আরেকটু অতীতে যদি দেখি তাহলে কি ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (The Great Bengal famine,1770) কথা মনে করে দেয়?

ঠিক একই লাইনে যখন ১৯৬০ এর দশকে, বিভিন্ন অন্ত:রাষ্ট্রিয় যুদ্ধ ও খরার কবলে, ভারতবর্ষকে খাদ্য সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেতে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে ছিল অধ্যাপক MS স্বামীনাথন। যার মাধ্যমে বিপুল পরিমান গম ও ধানের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে একটা নতুন দিশা দেখিয়েছেন। দেশকে খাদ্য-নির্ভর করে ফুড কার্পরার্শন অফ ইন্ডিয়া (FCI) বানিয়ে দেশের প্রতি প্রান্তের মানুষের কাছে খাদ্য-শস্য নিয়ে পৌঁছেছে। এর ফলস্বরূপ পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে "পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম" অর্থাৎ রেশন-দোকান। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও খাদ্য শস্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন বর্গের মানুষের কাছে এসেছে। কিন্তু আজ সোনার বাংলাই "রেশন-দোকান" বা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (PDS) কে নিয়ে যে নোংরামি ও দুর্নীতি চলছে তা অবর্ণনীয়। মানুষের খাবার কেড়ে নেওয়ার খেলা?

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ২০ হাজারেরও বেশি "রেশন-দোকান" আছে যার মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব যেমন চাল, গম, বিসকুট, সাবান, লবন ও কেরোসিন তেল ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে এবং কম বেশি সব শ্রেণীর মানুষ এইসব সুবিধা গুলো নিয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কিসের নিরিখে কে কত পরিমান খাদ্য-দ্রব-সামগ্রী পাবে, তার হিসাব কে জানে? পিছিয়ে পড়া গরিব পরিবার টি কি তার "অধিকার" মতো খাদ্য-সামগ্রী পায়? সর্বোপরি, যার যেমন অর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কি রেশন কার্ড পেয়েছে? এর খুব সহজ-অকপট উত্তর হিসেবে বলতে পারি "না"।

অতএব, শুধুমাত্র 'রেশন-দোকান' এর সংখ্যা বাড়িয়ে বা ডিজিটাল কার্ড করে দিলেই যে দুর্নীতি বন্ধ হবে সেটা নয়, সেই সাথে সাথে অর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী "রেশন-কার্ড" পুনঃবিতরণের ব্যবস্থা করা খুব প্রয়োজন।

মানুষের অধিকারের জন্যে সজাগতা বাড়াতে হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক রেশন-ডিলারদের বাৎসরিক আর্থিক মূল্যাঙ্ক বা অডিট অপরিহার্য করা। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলোকে যুক্ত করে সামাজিক মূল্যাঙ্ক বা সোশ্যাল অডিটের ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি, সাপ্তাহিক বা মাসিক "রেশন-দ্রব্যের" নির্ধারিত পরিমান রেশন-দোকান অনুযায়ী পাবলিক ডোমেইনে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে , যেকোনো সময় যেকোনো নাগরিক সেগুলোকে দেখতে পারে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব।)

প্রথম নজর

আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চের প্রথম জেলা সম্মেলন বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আদিবাসীদের দখলিকৃত জমিতে পাট্টা ও ১০০ দিনের কাজ চালুর দাবি সহ বিভিন্ন দেওয়ানী বিধির নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চের প্রথম জেলা সম্মেলন। আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চের পক্ষ থেকে কয়েক দফা দাবি নিয়ে আজ বাঁকুড়ায় একটি মিছিল করে বাঁকুড়ার প্রাণকেন্দ্র মাচান তলায় বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। পরে একটি বেসরকারি হলে তারা সম্মেলনের আয়োজন করে। তারা জানান, আদিবাসীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি সরকার। আবাস যোজনায় গরীবের ঘরের টাকা বন্ধ। ভর্তুকীর নামে ছাত্রদের হোস্টেল তুলে দেয়া হচ্ছে।
নতুন শিক্ষানীতি এনে ৩০ জন নিচে কম ছাত্রছাত্রী আছে এমন সব প্রাথমিক স্কুল তুলে দিলে তাদের পরিবারের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হবে। অভিন্ন দেয়াওনি বিধি ইউ সি সি চালু করে আমাদের আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা সংস্কৃতি ধ্বংস করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
এই অবস্থায় আমরা দু'বছর ধরে বনের জমিতে পাট্টা-পর্চা, এলাকায় ১০০ দিনের কাজ চালু, স্কুল-কলেজে হোস্টেল চালু, জাল সমস্যা পত্রের প্রদানের বিরুদ্ধে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে গণ ডেটুটেশন ঘেরাও চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও আরো বেশ কটা দাবি নিয়ে আজ আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চ একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। তাদের দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ আন্দোলনে যাবেন বলে জানান তারা।

রাস্তা অবরোধ করে সাগরপাড়ায় বিক্ষোভ সীমান্তের চাষিদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সীমান্তে চাষের কাজে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ সাগরপাড়ায়। রবিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার নরসিংহপুর বাজার এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় চাষীরা।
রাস্তার ওপর বেঞ্চ পেতে, বাঁশ দিয়ে ঘিরে পথ অবরোধ করা হয়। ফলে জলঙ্গী- সেখপাড়া রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বাস,লরি সহ অন্যান্য যানবাহন আটকে পড়ে। সমস্যায় পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষ। প্রায় একঘন্টা ধরে চলে পথ অবরোধ। চকমথুরা,সিংপাড়া সহ সীমান্তবর্তী এলাকার চাষীদের অভিযোগ, বিভিন্ন অছিলায় বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সীমান্তের জমিতে চাষের কাজে যেতে বাঁধা দেয়। এন্ট্রি দিতেও দেরি করে। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের নদীতে নামতে দেওয়া হয় না। যারা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সমস্যা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এভাবে হয়রানি করা হয়। তারই প্রতিবাদে আমাদের এই পথ অবরোধ। আমরা এই সমস্যার সমাধান চাই। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। পরে পুলিশ পৌঁছে বিএসএফ আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ উঠে যায়।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের আইনি সমস্যা দূর করার দাবিতে সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: গ্রামীণ চিকিৎসকদের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে গ্রামীণ চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ডাক্তারদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে প্রোগ্রেসিভ রুরেল মেডিক্যাল প্রাকটিসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাঁকরাইল ব্লক কমিটি। রবিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে সাঁকরাইল ব্লকের বিডিও অফিসের কমিউনিটি হলে হয় সম্মেলন। সম্মেলন থেকে সংগঠনের বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও গ্রামীণ চিকিৎসকদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, প্রোগ্রেসিভ রুরেল মেডিক্যাল প্রাকটিসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃদিলীপ পান, প্রোগ্রেসিভ রুরেল মেডিক্যাল প্রাকটিসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাঁকরাইল ব্লক সভাপতি ডাঃ স্বপন পাল, প্রাকটিসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ডাঃ পঞ্চানন দাস সহ প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে প্রোগ্রেসিভ রুরেল মেডিক্যাল প্রাকটিসনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ডাঃ পঞ্চানন দাস জানান, গ্রামীণ চিকিৎসকদের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা টিকে আছে। তবে বেশকিছু আইনি সমস্যার জন্য গ্রামীণ চিকিৎসকরা সমস্যায় পড়ছেন। তা সমাধানের

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সূচনা

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● হাওড়া

আপনজন: শিক্ষায় জাতীর মেরুদন্ড তাই শিক্ষা ছাড়া কোন উপায় নেই এই বানীকে পাথেও করে পথচলা শুরু করল আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ সন্তোষপুরে আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল রবিবার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের অন্যতম পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পাশে এবং সার্বিক ভাবে থাকবো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাবির সিদ্ধার্থ গফফার সরকার প্রদত্ত স্কলারশিপ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ রাকিব হক প্রমুখ। আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের কর্ণধার মোহাম্মদ বনি আমিন মিদ্দা বলেন, এই আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল আজ তা পূরণ হল ।

আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা বিষয়ে সেমিনারের প্রস্তুতি সভা চাতক-এর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: চাতক-এর ২০২৪ সালের নানা কর্মসূচি যথাযথ ভাবে সফল করতে ৭ জানুয়ারি রবিবার বহরমপুর ট্রেক্সটাইল কলেজের গ্রেস্ট হাউসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল । আলোচনার শুরুতে চাতক সম্পাদক শেখ মফেজুল খাজিম আহমেদকে সভার সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব দিয়ে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। চাতক সম্পাদক সকলকে এদিনের সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন। এক বছরের কর্মসূচি কি কি আছে সে বিষয়ও তুলে ধরেন।
এদিন চেয়ারপার্সন খাজিম আহমেদ বর্তমান প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে চাতক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কি কাজ করতে চাইছে, লেখার ক্ষেত্রে কোন জাতীয় বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন । চাতক এর ২০২৪ সালের শুরুতে ঘোষিত কর্মসূচি ২৮ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক সেমিনার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সকলে। সেই সাথে আগামি ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১০০ জন সক্রিয় সদস্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় । যে কেউ এক হাজার টাকা অনুদান দিয়ে সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয় ।
এদিন অনলাইন সহ নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলা থেকে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সমাজকর্মী আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্য থেকে এবাংলার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইতিহাসবেত্তা খাজিম আহমেদকে চাতক-এর মুখ্য উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়। এবং সোসাল মিডিয়ার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয় তরুণ প্রযুক্তিবিদ মিজানুর রহমানকে । চাতক এর কমিটিকে আরও সুসংগঠিত ভাবে গড়ে তুলতে উপস্থিত সকলকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অনলাইন আলোচনার মাধ্যমে একটি কমিটি গঠিত হবে বলে জানানো হয়। এদিন আগামী ২৮ জানুয়ারি রবিবার, আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা সংক্রান্ত সেমিনার কিভাবে সফল করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে সকলে আলোচনা করে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন।

রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন কেন্দ্রীয় বোর্ডের

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: মুগা রেশমে আর্থিক সহায়তা মিলবে।রেশম উৎপাদনে ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাকে এক নম্বরে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য কৃষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শুধু উৎপাদন বাড়ালে হবে না, সেই সঙ্গে গুণগতমানও ভাল হওয়া চাই। গুণগতমান ভাল না হলে দাম ভাল মিলবে না। শনিবার দুপুরে বহরমপুরে কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে একথা বলেন কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের সচিব পি শিব কুমার। তিনি বলেন, "মুগা রেশমের চাহিদা ভাল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মুগা রেশম চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই রেশম চাষের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।" তিনি বলেন, "এ রাজ্যে ভাল রেশম চাষ হয়। কৃষকদের সহযোগিতা করতে হবে। উপভোক্তারা যাতে পরিষেবা পান সেটা দেখতে হবে। কোনও অজুহাত নয়, কৃষকের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।" তাঁর দাবি, "প্রান্তিক রেশম চাষিদের উন্নয়ন দরকার। এ জন্য রেশম চাষির সংখ্যা বাড়াতে হবে। জানি নানা কারণে চাষের জমি কমে যাচ্ছে। তার পরে রেশম চাষের জন্য জমি পাওয়া যাবে না এমনটা নয়। সরকারি জমিতে সমবায় তৈরি করে রেশম চাষ করা যেতে পারে। রাস্তার পাশের জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

হিফজুল কুরআন অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ নুরুল

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূম জেলার রামপুরহাট দীঘির পাড় জে এন হিফজুল কুরআ'ন অ্যাকাডেমি আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জে এন হিফজুল কুরআ'ন অ্যাকাডেমি কচি- কাঁচারা আবৃত্তি, ইসলামীক সঙ্গীত, ইসলামিক নৃত্য সহ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। তাদেরকে অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে পুরস্কৃতও করা হয়।
এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ নূরুল ইসলাম (প্রিন্সিপাল- নলহাটি হীরালাল ভকৎ কলেজ) -যার অসাধারণ বক্তৃতা সকলকে মুগ্ধ করে। সব মিলিয়ে অসাধারণ এক পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। ঠিক তেমনী ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনানুষ্ঠানিক ছিল, তবে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে, ক্ষমতাসীনরা উলামাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা নামে প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন। মাদ্রাসাগুলি শীঘ্রই ইসলামী বিশ্বজুড়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা নগর কেন্দ্রগুলির বাইরেও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে এবং একটি অংশীদারি সাংস্কৃতিক প্রকল্পে বিভিন্ন ইসলামী সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে

সহায়তা করেছিল। তবুও, নির্দেশাবলী ছাত্র এবং তাদের শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিক্ষা অর্জনের আনুষ্ঠানিক সত্যতা, ইজাজা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা মঞ্জুর করা হয় এবং এটি এর ধারককে পণ্ডিতদের বংশের মধ্যে স্থাপন করে, যা শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র স্বীকৃত শ্রেণিবিন্যাস ছিল। যদিও মাদ্রাসাগুলিতে আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা কেবল পুরুষদের জন্যই ছিল, বিশিষ্ট নগর পরিবারের মহিলারা সাধারণত ব্যক্তিগত সেটিংয়ে শিক্ষিত হত এবং তাদের অনেকেই পরে হাদীস অধ্যয়ন, ক্যালিগ্রাফি এবং কবিতা আবৃত্তিতে ইজাজাহ জারি করেছিলেন। নুরুল ইসলাম আরও বলেন, কর্মজীবী মহিলারা প্রাথমিকভাবে একে অপরের কাছ থেকে ধর্মীয় পাঠ এবং ব্যবহারিক দক্ষতা শিখতেন মাদ্রাসা থেকেই।

শব্দের ঝংকার সম্পাদকের স্মরণে সভা

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: রবিবার হাওড়া সালকিয়ার এ এস হাই স্কুল স্কুলে একটি স্মরন সভা অনুষ্ঠিত হয়। শব্দের ঝংকার পত্রিকার সম্পাদক কবি সুনীল মুখোপাধ্যায় এঁর স্মরণ সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র গোপাল মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌরেন সরকার ও রবীন চ্যাটার্জী প্রমুখ। ভাব গম্ভীর পরিবেশে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নীরবতা পালন করা হয়।গানে কবিকে বসন্ত চক্রবর্তী সম্মান জানান।সৌরেন সরকারের আলোচনায় সুনীল এঁর স্মৃতিচারণ রোমন্থন হয়। আবৃত্তি, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও কবিতায় সুনীলকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বহু কবি ও লেখক। অনেক নবীন কবি স্মরণ করতে গিয়ে আবেগে কেঁদে ফেলেন। আগন্তুক নাট্য সংস্থা, ছাত্র ব্যায়াম সমিতি, হাওড়া প্রেস ক্লাবের তরফে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শৈবাল গুহ ,হাওড়া বার্তা পত্রিকার সুজিত পাল,শতভিষা পত্রিকার চিরন্তন মুখোপাধ্যায়,প্রতিক চক্রবর্তী,আহেরী দাস,লোপা মুদ্রা কুন্ডু, স্বপন পাল, ঝুনু ভৌমিক ও স্মৃতি রায় ছাড়াও ৫০ জন কবি,লেখক উপস্থিত ছিলেন ।

তিন হাজার মানুষকে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান সহ চিকিৎসা পরিষেবা

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: যুব নেতা কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩ হাজার মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সহ ওষুধ প্রদান এবং শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো নবগ্রামে পলসন্ডায়। জানা যায়, রবিবার জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগ ও জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩০০০ মানুষের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধ প্রদান এবং শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো নবগ্রামের পলসন্ডার সিধুকানু ভবনে। চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সেখানে অংশ নেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ। সেখানে উপস্থিত হন শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ সাদুল্লাহ শেখ , এছাড়াও মহিলা বিশেষজ্ঞ সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসকগণ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার যুব তৃণমূল সভাপতি কামাল হোসেন বলেন গ্রামের গরিব মানুষ যারা বড় জায়গায় চিকিৎসা দিতে পারে না তাদের কথা ভেবে আমরা এই ক্যাম্প আয়োজন করেছি। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং ওষুধ প্রদান করা হল তাদের।
এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান এবং নবগ্রামেরর বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব সভাপতি কামাল হোসেন ,নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপলাল মন্ডল, আনসার আলী,আসিফ ইকবাল, হালিম সেখ,স্বাদ রহমান প্রমুখ।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির রাজনগরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের খোদাইবাগ গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রয়াত হাবল শেখের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রবিবার চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের ভূমিকায় ছিলেন এ কে আই ফাউন্ডেশন, প্রচেষ্টা সংস্থা ও মাসুম স্পোর্টিং ক্লাব। এদিন প্রথমেই প্রয়াত হাবল শেখের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিবির শুরু হয়। এলাকার দুস্থ মানুষেরা এদিন এই শিবিরে এসে নিজেদের চক্ষু পরীক্ষা করান। যেসব রোগীদের অপারেশনের দরকার পরবর্তীতে তাদের সিউড়িতে এ কে আই ফাউন্ডেশন এর তরফ থেকে বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অপারেশন এবং সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে

জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এ কে আই ফাউন্ডেশনের চক্ষু পরীক্ষক আঞ্জুমান বেগম ও শেখ বিলাল হোসেন এদিন রোগীদের চক্ষু পরীক্ষা করেন। আজ এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এ কে আই ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার বনমালী গড়াই, প্রচেষ্টা সংস্থার সম্পাদক শেখ তারক, মাসুম স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক শেখ আলী, সমাজসেবী মহম্মদ শরীফ, গাফফার খান, সজল গড়াই, গাফফার শেখ, প্রয়াত হাবল শেখের পুত্র শেখ আকাশ সহ অন্যান্যরা।

নাবাবিয়া মিশনে ভর্তিকে কেন্দ্র করে পড়ুয়া-অভিভাবকদের সমারোহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: নতুন বছরে নাবাবিয়া মিশনে ভর্তি কে কেন্দ্র করে তৈরি হলো এক বিচিত্র পরিবেশ।ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক বৃন্দ সকলের সমারোহে এক উৎসবের আমেজে শুরু হলো নতুন শিক্ষাবর্ষের পথ চলা।এক কথায় নতুন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি কে কেন্দ্র করে নাবাবিয়া মিশন এলাকায় জন সমুদ্র তৈরি হয়।
উল্লেখ্য অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছরে মিশনে ছাত্রী ভর্তির হার কয়েক গুন বেশি এক কথায় বলা যায় মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নাবাবিয়া মিশন অভিভাবকদের মনে এক ভরসার জায়গা তৈরি করে ফেলে। এই এত পরিমাণ ছাত্র ছাত্রী ভর্তি সম্পর্কে নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক বলেন আমাদের মিশন ছাত্র ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে যেমন সাহায্য করবে ঠিক তেমনি তাদের একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে ও গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে।নতুন বর্ষে ভর্তির এই সুন্দর দিনে মিশনে উপস্থিত ছিলেন খানাকুল থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি রাসেল পারভেজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামপ্রসাদ ফাঁড়ি ইনচার্জ গৌরাঙ্গ দে ও অন্যান্য অফিসার ও কর্মী বৃন্দ।ভর্তির দিনে মিশনে এই বিপুল মানুষের সমাগমে এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখতে যথেষ্ট সহায়তা করেন খানাকুল থানার সিভিক ভলেন্টিয়াররা।

হাই মাদ্রাসার শিক্ষকদের দরিদ্র সেবা বস্ত্র দান করে

আপনজন ডেস্ক: হাওড়ার সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহর পরামর্শে সমাজসেবী কাজী ইবাদুর রহমান,মিন্টু মল্লিক, সৈয়দ আতাবুল রহমান, সৈয়দ ইমানুর রহমানদের উদ্যোগে আজকে হাওড়া জেলার বাগনানের বাইনান বড়পোলে স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনের সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে অসহায় দরিদ্র মানুষদের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন এলাকার জনপ্রতিনিধি ও সমাজসেবী মনিরা বেগম সাহেবা, শেখ আনসার আলী, সফিকুল ইসলাম,তুষারেফ মল্লিক ও শেখ শাহজামাল আলী। আগামীদিনের কর্মসূচির অংশ হিসাবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, অসহায় মানুষদের হাসপাতালে ফ্রিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য টোটো পরিষেবা সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বিক্ষোভ মিছিল গাড়ি চালকদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের কালা ট্রাফিক আইনের প্রতিবাদে রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ডে সমস্ত যাত্রীবাহী পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হল এলাকার সমস্ত গাড়ি চালকরা। তাদের দাবি অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রাফিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে না হলে তারা রাস্তায় গাড়ি নামাবেন না। তাদের দাবি এই আইনের ফলে কোন দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে ড্রাইভার এর দশ বছরের জেল হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে যা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে।

মেসিকে ব্যালন ডি'অর জেতাতে তদবির করেছিল পিএসজি, চলছে তদন্ত

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসির পিএসজির সময়টা একেবারেই ভালো যায়নি। গত মৌসুম শেষে পিএসজি ছাড়ার সময় খারাপ থাকার কথা নিজেই জানিয়েছিলেন মেসি। পিএসজিতে মেসি যোগ্য সম্মান পাননি বলে জানান ক্লাবটির অন্য দুই তারকা নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপ্পেও। শেষ পর্যন্ত পিএসজি ছেড়ে গেলেও ক্লাবটির নেতিবাচক প্রভাব যেন মেসির পিছু ছাড়ছে না। এবার মেসি ও পিএসজিকে জড়িয়ে সামনে এসেছে নতুন এক খবর। সে খবরে বলা হচ্ছে, মেসির ব্যালন ডি'অর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুরস্কার কর্তৃপক্ষের কাছে তদবির করেছে পিএসজি। এখন এ ঘটনায় ফরাসি ক্লাবটির বিরুদ্ধে তদন্তও করছে প্যারিসের আইন বিভাগ।
ফরাসি সংবাদমাধ্যম লা মঁদ বলেছে, পিএসজি কর্তৃপক্ষ ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীর সাবেক প্রধান এবং ব্যালন ডি'অরের সংগঠক পাসকেল ফেরেকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। ক্লাবটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দিয়ে ফেরের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ফরাসি ক্লাবটিতে থাকার সময়ই মেসির ব্যালন ডি'অরপ্রাপ্তির আশা ছিল পিএসজির। কারণ, ক্লাবে থাকা অবস্থায় কোনো খেলোয়াড়ের ব্যালন ডি'অর জেতা মানে ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হওয়া। লা মঁদ জানিয়েছে, কয়েক মাস আগে পিএসজির নতুন যোগাযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া ফেরেকে পিএসজি বিভিন্ন সময় বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছে, যেখানে ম্যাচের টিকিটও অন্তর্ভুক্ত আছে। বলা হচ্ছে, ২০২০ সালে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে দর্শকবিহীন মাঠের ম্যাচটির ভিআইপি টিকিট দেওয়া হয়েছিল ফেরেকে। পাশাপাশি ২০২১ সালের মার্চে কাতার এয়ারওয়েজের বিজনেস ক্লাসের জন্য কাতার সরকারের দেওয়া আনুমানিক ৮ হাজার ৯৮৬ ইউরোর টিকিটটিও এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। আর বিশেষ এই উপহারগুলোর বিনিময়ে পিএসজিতে আসার পর মেসির ব্যালন ডি'অর জিততে তদবির করেছিল ক্লাবটি। এদিকে তদন্তে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ক্লাবের সাবেক যোগাযোগ পরিচালক জঁ-মার্শিয়াল রিবেসের ওপর, যিনি এ তদবিরের পেছনে মূল কলকাঠি নেড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন ফেরে এবং তাঁর পক্ষের লোকজন।
তাঁদের দাবি, মেসিকে ২০২১ সালের ব্যালন ডি'অর জেতানোয় তাঁদের কোনো হাত ছিল না। ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীর সাবেক এই প্রধানের দাবি, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড ২০২২ সালে পুরস্কার পাননি। আর ২০২১ সালে যেবার মেসি সপ্তম ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন, সেবার ফেরে নিজে ভোট দিয়েছিলেন পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডফস্কিকে।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে এক বছর পর রোহিত-কোহলি

আপনজন ডেস্ক: এক বছরেরও বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের ভারত দলে আছেন দুজনই। রোহিত ফিরেছেন অধিনায়ক হিসেবেই।
২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের কাছে হারা সেমিফাইনালের পর এ সংস্করণে আর খেলেননি রোহিত ও কোহলি। এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে দুজনেরই এ সংস্করণের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুঞ্জন ছিল।
তবে এ সিরিজের দলে দুজনের থাকায় বিশ্বকাপে খেলা আরেকটু নিশ্চিত হলো তাঁদের। জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়েতে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটিই ভারতের শেষ সিরিজ। এ সিরিজের দল ঘোষণার আগে ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার দক্ষিণ আফ্রিকায় উড়ে গিয়েছিলেন। ফলে ভারতের বিশ্বকাপ-পরিকল্পনায় তাঁরা যে ভালোভাবে আছেন, সেটি এখন স্পষ্ট।
বিসিসিআইয়ের ঘোষিত ১৬ জনের দলে নেই হার্দিক পান্ডিয়া ও সূর্যকুমার যাদব। রোহিতের অনুপস্থিতিতে ভারতকে বেশির ভাগ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বশেষ দুটি সিরিজে অধিনায়কত্ব করেছিলেন সূর্যকুমার। তবে দুজনকেই চোটের কারণে বিবেচনা করা হয়নি।
পান্ডিয়া বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর থেকেই মাঠের বাইরে। অন্যদিকে সূর্যকুমার চোট পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তবে দুজনই মার্চে আইপিএল সুস্থ হয়ে ফিরবেন বলে জানা গেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়ে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল থেকে আছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সূর্যকুমার ছাড়াও এবার দলে নেই রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শ্রেয়াস আইয়ার, ঈশান কিষান, মোহাম্মদ সিরাজ ও দীপক চাহার। রোহিত ও কোহলি ছাড়াও ফিরেছেন সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, আবেশ খান।
১১ জানুয়ারি শুরু হবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ, পরের দুটি ম্যাচ ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি।
আফগানিস্তান সিরিজে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল
রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুবমান ভিল, যশস্বী জয়সোয়াল, বিরাট কোহলি, তিলক বর্মা, রিংকু সিং, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণয়, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, আবেশ খান ও মুকেশ কুমার।

আবারও চোটে নাদাল, খেলবেন না অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে

আপনজন ডেস্ক: প্রায় এক বছর পর চোট কাটিয়ে গত সপ্তাহেই কোর্টে ফিরেছিলেন রাফায়েল নাদাল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রস্তুতিমূলক টুর্নামেন্ট ব্রিসবেন ইন্টারন্যাশনালে প্রথম দুই ম্যাচ সরাসরি সেটে জিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বার্তাও দিয়েছিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। কিন্তু ফিরতে না ফিরতেই আবার ছিটকে পড়লেন নাদাল। ব্রিসবেনের ওই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পাওয়া চোটে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনও খেলতে পারবেন না ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লাম জয়ী তারকা। ৩৭ বছর বয়সী নাদাল শুক্রবার ব্রিসবেনে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান জর্ডান টম্পসনের কাছে। সেই ম্যাচের সময়েই নিতম্বের চোটে পড়েন। নাদাল জানিয়েছেন, নিতম্বের মাংসপেশি সূক্ষ্মভাবে ছিঁড়ে (টিয়ার) গেছে। তবে নিতম্বের যে চোটে ভুগে লম্বা সময় বাইরে ছিলেন, এবারের চোটটা সেই জায়গার নয়। নতুন করে চোটে

পড়া নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন নাদাল, 'ব্রিসবেন শেষ ম্যাচটা খেলার সময় মাংসপেশিতে হালকা সমস্যা দেখা দেয়, আমি তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। মেলবোর্নে পৌঁছানোর পর এমআরআই করানোর সুযোগ হয়। সেখানেই সূক্ষ্ম টিয়ার ধরা পড়ে। তবে ভালো খবর হলো, আগে যেখানে ছিল, এবারেরটি সেখানে নয়। এ অবস্থায় আমি পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলার মতো প্রস্তুত নই। এখন স্পেনে ফিরে গিয়ে আমার চিকিৎসকের কাছে যাব, চিকিৎসা নেব ও বিশ্রাম করব।' চোট থেকে ফেরার পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনকেই পাখির চোখ করেছিলেন নাদাল। চোটের খবর জানাতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে না পারার দুঃখও ঝরিয়েছেন নাদাল, 'কোর্টে ফিরতে বছরজুড়েই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। আমি সব সময়ই বলে এসেছি, তিন মাসের মধ্যে আমি নিজের সেরা অবস্থায় ফিরে যেতে চাই।
মেলবোর্নের দর্শকের সামনে খেলতে না পারাটা অবশ্যই দুঃখের খবর, তবে অতটা বাজে খবরও নয়। মৌসুমের বাকি সময়টায় কী হবে না হবে, সেটি নিয়ে আপাতত ইতিবাচকই আছি।'
গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে বিদায়ের পর আর গ্র্যান্ড স্লামে অংশ নিতে পারেননি নাদাল। সেবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের পর ফ্রেঞ্চ ওপেনটাও জিতে নাদালের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডটা কেড়ে নেন নোভাক জোকোভিচ।

আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার অঙ্গীকার ফিউচার ফাউন্ডেশনের ছাত্র ছাত্রীদের

বাবলু প্রমানিক ● বারুইপুর

আপনজন: ফিউচার ফাউন্ডেশনের স্কুল আজ তাদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ক্রিয়া। প্রতিযোগিতার অংশ নেয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী ছাত্রছাত্রীরা। ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের তাদের নিজস্ব মাঠে আজ বারুইপুর উত্তরভাগ পার্শ্ববর্তী মাঠে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়। রবিবার সকাল থেকে পিতা-মাতা সহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এই বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলের অধ্যক্ষ রঞ্জন মিত্র বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার আগে সর্বপ্রথম

সবচেয়ে বেশি খেলাধুলা দরকার। খেলাধুলা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গেলে পাওয়া যায় না। শুরুতে দেহ তৈরি হবে,শরীর তৈরি হবে। নাহলে সুস্থ মন সুস্থ প্রাণের জায়গা পাবে না। সেটাই আজ তার সূচনা সারা বছর ধরে এখানে খেলার সুযোগ থাকবে ফিউচার ফাউন্ডেশনের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। এখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত খেলার সুযোগ পাবে তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

খাজাকে ভর্ৎসনার সিদ্ধান্ত বহাল আইসিসির

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলায় অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজাকে আইসিসির ভর্ৎসনার সিদ্ধান্ত বহাল থাকছে। ৩৭ বছর বয়সী খাজা আইসিসির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা তাঁর সব যুক্তিতর্ক প্রত্যাখ্যান করতে চলেছে। মেলবোর্নভিত্তিক দৈনিক দ্য এজের বরাত দিয়ে এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন করেছে 'দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান'।
গত ডিসেম্বরে পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজা। জুতায় লেখা ছিল 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' ও 'সবার জীবনই গুরুত্বপূর্ণ'। কিন্তু বিষয়টিকে 'রাজনৈতিক' ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে খাজাকে স্লোগানসংবলিত লেখা নিয়ে খেলার অনুমতি দেয়নি আইসিসি।
তবে খাজা ভিডিও বার্তায় আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন এবং গত ১৪ ডিসেম্বর পার্থ টেস্ট শুরুর আগে অনুশীলনের সময় স্লোগানসংবলিত জুতা পরে মাঠে নামেন। যদিও জুতার ওপর লেখা বার্তাটা টেপ দিয়ে ঢেকে রাখেন। তবে ম্যাচ চলাকালীন তাঁকে কালো বাহুবন্ধনী পরে থাকতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রেও তিনি আইসিসির অনুমোদন নেননি। ফলে মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে আইসিসি তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনে এবং ন্যূনতম শাস্তি হিসেবে ভর্ৎসনা করে।
'ব্যক্তিগত শোক' থেকে কালো বাহুবন্ধনী পরেছিলেন জানিয়ে খাজা আইসিসির শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেন। সে সময় বলেন, 'আমি আইসিসির নিয়ম ও অতীত উদারহরণ অনুসরণ করেই কালো বাহুবন্ধনী পরেছি। অনেকেই তার ব্যাটে স্টিকার লাগিয়ে, জুতায় নাম লেখে খেলেছে। তখন তো কাউকে আইসিসির অনুমতি নিতে হয়নি, এমনকি তাদের তিরস্কারও করা হয়নি। আমি আইসিসির নিয়মকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞেস করব, নিয়মটা সবার ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত কি না।'
জুতায় শান্তির প্রতীক পায়রা নিয়ে অনুশীলন করেছেন খাজা। কিন্তু তাঁকে এই প্রতীক নিয়েও খেলার অনুমতি দেয়নি আইসিসি
জুতায় শান্তির প্রতীক পায়রা নিয়ে অনুশীলন করেছেন খাজা। কিন্তু তাঁকে এই প্রতীক নিয়েও খেলার অনুমতি দেয়নি আইসিসিএএফপি
পার্থ টেস্টে কালো বাহুবন্ধনী পরে খেলায় আইসিসির ভর্ৎসনার পর মেলবোর্ন টেস্টে শান্তির প্রতীক পায়রা ধারণ করে খেলতে চেয়েছিলেন খাজা। কিন্তু পায়রা প্রতীক পরেও খেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) এ ক্ষেত্রে খাজার পাশে দাঁড়িয়েছে। জানিয়েছে, তিনি চাইলে বিগ ব্যাশ লিগের ম্যাচে পায়রা প্রতীক পরে খেলতে পারেন।

অ্যাথলেটদের বিকাশের লক্ষ্যে 'এসিএবি'র উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অশোকনগর

আপনজন: অ্যাথলেটদের বিকাশের লক্ষ্যে 'অ্যাথলেটিক কোচিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর সুহৃদ সংঘের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন আয়োজক সংস্থার আহ্বায়ক ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার। 'এসিএবি'র পতাকা উত্তোলন করেন 'এসিএবি'র সহ সভাপতি সঞ্জয় জৈন, সুহৃদ সংঘের জয় দাসরা। ওই প্রতিযোগিতায় লংজাম্প, সর্ট পার্ট, দৌড় সহ মোট চারটি ইভেন্ট দুটি বিভাগে এ দিন রাজ্যের বারোটি জেলার বিভিন্ন কোচিং ক্যাম্প থেকে ১৮৫ জন প্রথম সারির প্রতিযোগী, প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা চলাকালীন মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ন গোস্বামী, অশোকনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে বক্তব্য রাখেন নারায়ণ গোস্বামী। প্রতিযোগিতার বিষয়ে ইসমাইল সরদার বলেন, 'বছরের বিভিন্ন সময় ক্রিকেট অথবা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হলেও চোখে পড়ে না অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা। সে কারণে এসিএবির পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।' এসিএবির উদ্যোগে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা আয়োজিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রবীণ কোচ অমরেন্দ্র সোম। মোবাইলে আসক্ত বর্তমান নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাঠ মুখি করতে আহ্বান জানান সঞ্জয় জৈন। প্রতিযোগিতার তত্ত্বাবধানে থাকা 'এসিএবি'র সম্পাদক দেবনারায়ণ, সুহৃদ সংঘের মাঠের কোচ বাসুদেব ঘোষ, ক্রীড়াবিদ সোভন দত্তরা আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এথলেটদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এবং তাদের উত্তরণের পথ দেখাতে বিভিন্ন উদ্যোগের কথা জানান। উল্লেখ্য অ্যাথলেটিক্সকে বাংলার ক্রীড়া প্রেমীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং অ্যাথলেটদের বিকাশের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এ্যাথলেটিক কোচেস এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (এসিএবি)। আর এই সংস্থার পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন ক্রীড়া প্রেমীরা। পাশাপাশি এ দিন খেলা দেখতে মাঠে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ।

নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খয়রাশোলের ভীমগড়ে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মোবাইলের প্রতি আশক্তি কমাতে এবং খেলার মাঠে এসে শরীরচর্চা বৃদ্ধি করা। খেলাধুলায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, মনমানসিকতা স্থির থাকে, একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে গত ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখ ৯ টি দলকে নিয়ে বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার কেন্দ্রগড়িয়া অঞ্চল লাভার্স ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে শুরু হয় নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় রবিবার ভীমগড় তাপস স্মৃতি হাই স্কুল মাঠে। এদিন খেলায় বেলেডাঙ্গাল ক্রিকেট দল বনাম ইসগড়া ক্রিকেট দল মুখোমুখি হয়, সেক্ষেত্রে বেলেডাঙ্গাল ক্রিকেট দল ইসগড়া দলকে হারিয়ে বিজয়ীর শিরোপা অর্জন করে। বিজয়ী ক্রিকেট দলকে পাঁচ হাজার টাকা ও বাহুবলী ট্রফি এবং বিজিত দলকে তিন হাজার টাকা ও বাহুবলী ট্রফি প্রদান করা হয়। এছাড়াও ম্যান অফ দি সিরিজ, ম্যান অফ দি ম্যাচ, বেষ্ট প্লেয়ার সহ এদিন খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই দলের খেলোয়ারদেরও মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাস, সিআরপিএফ এর জি/ ১৬৭ ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার তাপস রায়, খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর,বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল কুমার গায়েন, শরাফত খান, লাভার্স এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সহ ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকগণ।

সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: লাখো দর্শকের উপস্থিতিতে জমজমাট আবহে সম্পন্ন হলো সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। রবিবার মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের পুঠিমারী ফিডার ক্যানেল ময়দানে কার্যত টানটান উত্তেজনার মধ্যে বহরমপুর ও পাকুড় টিমের খেলা সম্পন্ন হয়। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভার খেলে সাত উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান তুলতে সক্ষম হয় বহরমপুর টিম। পাল্টা খেলতে নেমে ১৬ ওভার চার বলে চার উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান তুলে জয়লাভ করে পাকুড় টিম। এদিন কার্যত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিয়েই শুরু হয় সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর ফাইনাল পর্বের খেলা।
সামসেরগঞ্জের পুঠিমারী ফিডার ক্যানেল ময়দানে এই খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আখরুজ্জামান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি আনন্দ রায়, ফারাক্কার এসডিপিও রাসপ্রিত সিং,

ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ূন কবির, লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি, জলঙ্গির বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হক, সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য হাবিব পারভেজ ওরফে টনি সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকার, সুতি থানার আইসি প্রসূন মিত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জাতীয় সঙ্গীত, মাঠপরিক্রমা, বেলুন উড়ানোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় ফাইনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। তারপরেই টস হয়। প্রথমেই ব্যাট করতে নামে বহরমপুর টিম। খেলায় লাখো মানুষের সমাগম এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। এদিকে জমজমাট খেলায় পাকুড় টিম জয়ী হতেই কার্যত উচ্ছাসে ভেসে উঠেন সমর্থকরা। সামসেরগঞ্জ কাপ টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে জয়ী টিমকে এক লক্ষ টাকা এবং ট্রফি দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয় এবং রানার্স টিমকে ৭০ হাজার টাকা দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।
সবমিলিয়ে লাখো দর্শকের উপস্থিতিতে সামসেরগঞ্জ কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কার্যত জমজমাট হয়ে উঠে।

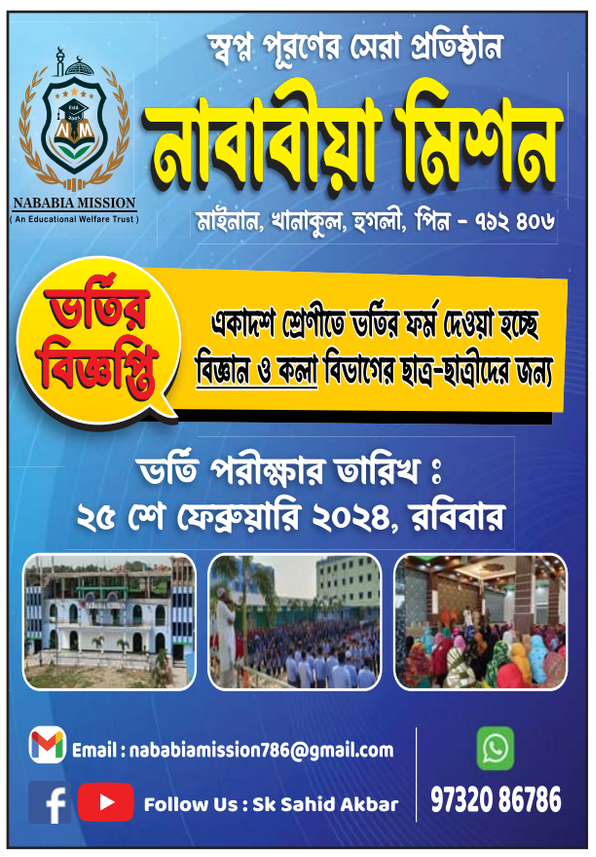

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque